বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস

২৬ এপ্রিল ২০১৫

World Intellectual Property Day

Get up
Stand up
For Music

Department of Patents, Designs and Trademarks (DPDT)
Ministry of Industries, Dhaka, Bangladesh
www.dpdt.gov.bd

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
1.	**Rock 'n Roll in Bangladesh: Protecting Intellectual Property Rights in Music** ■ *Dr. Abul Kalam Azad*	14-20
2.	**Get up, stand up. For music** ■ *Mohammad Towhidul Islam*	21-23
3.	**Right of Stakeholders on Musical Works** ■ *M S Siddiqui*	24-26
4.	**Intellectual Property Issues: Fact and Myth** ■ *Toufiq Ali*	27-29
5.	**The Patent, Design, Trademark and Geographical Indications System in Bangladesh** ■ *Md. Sanowar Hossain*	30-36
6.	**BIRPI থেকে WIPO** ■ *জামাল আবুল নাসের চৌধুরী*	37-41
7.	**GI as a Model for Development** ■ *Md. Obaidur Rahman*	42-48
8.	**Copyright and Related Rights: Perspective Bangladesh** ■ *Zohra Begum*	49-53
9.	**Intellectual Property Management & Result Based Action Plans- (Bangladesh Perspective)** ■ *Md. Nazrul Islam*	54-57
10.	**Moving from Imagination to Patent!** ■ *Mirza Golam Sarwar*	58-60
11.	**Intellectual Property Regime: Perspective Bangladesh** ■ *Muhammad Ferdoush Hassan*	61-62
12.	সংগীতে মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ■ *শাহনাজ নাসরীন ইলা*	63-69
13.	সংগীত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা ■ *আনন্দ মজুমদার*	70-72
14.	অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে ■ *শ্যামল দত্ত*	73-75
15.	এক নজরে পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)	76-78
16.	Photo Album	79-82

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৫

World Intellectual Property Day 2015

Published by :

Department of Patents, Designs and Trademarks
Ministry of Industries
Government of the People's Republic of Bangladesh

Editorial Board:

Md. Saidur Rahman, Deputy Registrar (A & F)	Convener
Muhammad Ferdoush Hassan, Examiner (Trademarks)	Member
Md. Habibur Rahman, Examiner (Patent)	Member
Saiduzzaman, Examiner (Design)	Member
Md. Ahsan Habib, Assistant Programmer	Member
Amin Mohammad Tajul Islam, Examiner (Patent)	Member
Mirza Golam Sarwar, Examiner (Patent)	Member-Secretary

Published on :

26 April 2015

Cover designed by :

Md. Saidur Rahman, Deputy Registrar (A & F), DPDT
E-mail : poettree2008@gmail.com

Inner designed & printed by :

Panguchi Color Graphics
177 Fakirapool, Dhaka-1000
E-mail: panguchicg@yahoo.com

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

১৩ বৈশাখ ১৪২২

২৬ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উদ্যোগে দেশে ১৫তম **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** পালিত হচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত গুণীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দিবসটি পালন দেশে মেধাসম্পদের বিকাশ ও সংরক্ষণে জনমত সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মূলত উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন আবিষ্কার বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতসহ যাবতীয় সৃষ্টি ও ভাবনার পেছনে রয়েছে সমাজের মেধাবী ও গুণীজনদের অবদান। তাই তাঁদের মেধা ও সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ জরুরি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার উদ্যোগে সারা বিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদায় **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় Get up, stand up. For music খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকে সভ্যতার পাদপীঠ। এ ভূখণ্ডে জন্মেছেন অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সংগীতজ্ঞসহ মেধাবী গুণীজন। তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডসহ বর্তমান শিল্পী-সাহিত্যিক-উদ্ভাবক-সংগীতজ্ঞদের মেধা ও সৃষ্টিশীলতা সংরক্ষণ জরুরি। আমি আশা করি এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড সংরক্ষণে জনমত সৃষ্টি হবে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টি ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস- ২০১৫** উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২২
২৬ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫** উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মেধার বিকল্প নেই। এবারের মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য **Get up, stand up. For music** অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সঙ্গীত সৃজনশীলতার অন্যতম একটি মাধ্যম। এদেশের পল্লীগীতি, লালনগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, জারী গান, সারি গান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গানসহ অসংখ্য সঙ্গীত যুগ যুগ ধরে আবহমান বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এসকল সঙ্গীতের কথা ও সুর বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান মুক্তিযোদ্ধা ও অবরুদ্ধ দেশবাসীকে মুক্তির প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিল। আমাদের সরকার এই অমূল্য মেধাসম্পদ সঙ্গীতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমরা পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস ও কপিরাইটের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্যও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে সমুন্নত রাখতে মেধাসম্পদ সুরক্ষা ও সৃজনশীলতার বিকাশে সরকারের পাশাপাশি আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫** এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

আমির হোসেন আমু এম. পি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১৩ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে: **Get up, stand up. For music** বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

Music বা সঙ্গীত হচ্ছে মানসিক উৎকর্ষতার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সঙ্গীতের মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতিসত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে। এটি বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। সঙ্গীত চর্চা সুস্থ মানবিকবোধ ও চেতনা বিকাশের পাশাপাশি পরিশীলিত সমাজ বিনির্মাণে অবদান রেখে থাকে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধেও সঙ্গীত শিল্পীদের অনবদ্য অবদান ছিল। রণসঙ্গীতের ব্যঞ্জনাময় সুর একাত্তরের রণাঙ্গনে অকুতোভয় বীর বাঙালিকে মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। শুধু মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়, স্বাধীনতা-উত্তর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণজাগরণ, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চলমান কর্মসূচিসহ বাঙালির সকল ইতিবাচক অর্জনের পেছনে সঙ্গীতসহ মননশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা ছিল ঈর্ষণীয়।

সঙ্গীত একটি সৃজনশীল মেধাসম্পদ। এর মাধ্যমে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীরা মানুষের মেধা-মনন ও চেতনার সমভূমে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রয়াস চালান। যে কোনো সামাজিক আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা ও জনমত সৃষ্টিতে সঙ্গীত কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিপ্রায়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে, সঙ্গীতসহ সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মেধাস্বত্ব সুরক্ষা জরুরি বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার সংশোধিত কপিরাইট আইনের আলোকে সৃজনশীল সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যকর্মের পাইরেসি রোধে দেশব্যাপী কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। আলোকিত সমাজ ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কলাকুশলীসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত সবাই সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে এগিয়ে আসবে— এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি **বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস** উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার আহ্বানে মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদায় **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৫** উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে।

মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন ছাড়া মেধাবী জাতি গড়ে ওঠে না। আদিম সভ্যতা থেকে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় উত্তরণের যে ইতিহাস তার মূলে রয়েছে মানুষের সৃষ্টিশীলতা। অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন আজকের সুন্দর পৃথিবী। এ মেধা ও সৃজনশীলতার যেমন কদর দরকার তেমনি এর যথাযথ সুরক্ষাও দরকার। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর পৃথিবীব্যাপী ২৬ এপ্রিল **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় **Get up, stand up. For music** যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমি বাংলাদেশে **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৫** উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই এবং দিবসটির সর্বাত্মিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO)-এর আহ্বানে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে মেধাসম্পদকে উৎসাহিত করার জন্য দিবসটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে **Get up, stand up. For music** যা সংগীতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সংগীত এমন এক অনাবিল সৃষ্টি যা মানুষকে সহজে আকর্ষণ করে, ভাবুক লোকের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন জাগায়। মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়কেও উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে— কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে— সেখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমরবাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে।

গ্রামোফোনে রেকর্ড বসিয়ে গান শোনার দিন শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এই গান শোনার প্রযুক্তি এখন অনেক এগিয়ে গেছে। ক্যাসেট আর সিডির জনপ্রিয়তাও এখন কমছে। সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে এমপি-থ্রি। গত বছর সারা পৃথিবীতে ছয় কোটি এমপি-থ্রি প্লেয়ার বিক্রি হয়েছে এবং ডাউনলোড করা হয়েছে বিয়াল্লিশ কোটি ট্র্যাক। আধুনিক প্রযুক্তির একটি হলো ইন্টারনেট থেকে গান শোনা অথবা সেখান থেকে ডাউনলোড করা এবং এর জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে। অন্যদিকে, বিশ্বজুড়েই অবৈধভাবে এই মিউজিক ডাউনলোডের প্রবণতা বাড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফনোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রিজের পরিসংখ্যান অনুসারে একটি গান বৈধভাবে ডাউনলোড করা হলে অবৈধভাবে করা হচ্ছে চল্লিশটি ট্র্যাক। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এখনই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর।

মেধাসম্পদকে উৎসাহিত করার মানসে বর্তমান সরকার একে শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইতোমধ্যে IP Policy & Strategy প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'ভৌগোলিক নির্দেশক আইন'সহ মেধাসম্পদের আওতাভুক্ত অন্যান্য আইন ও বিধিগুলোকে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে WIPO, EU, IFC, KIPO সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আমাদের মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে।

আজ এ দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি দেশের সকল গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পপতি, শিল্পী-কলাকুশলীসহ ব্যবসায়ীবৃন্দকে তাঁদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে মেধাসম্পদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০১৫** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি)

Director General
World Intellectual Property
Organization (WIPO)

Message

Music is part of an extraordinary revolution that is taking place around us, a revolution that is fundamentally changing the way creative works are produced, distributed and consumed.

Thanks to digital technology and the Internet, we now have access to more music than ever before. The Internet has created a global marketplace and global stage for music. That is a wonderful thing for music lovers all over the world.

We need to ensure that we do not lose sight of creators and performers in the new digital economy. Is their role given sufficient value in these new systems? This is an essential question. It is essential for a vibrant culture that creators, composers, songwriters and performers are able to enjoy a decent economic existence through deriving economic value from their music. Without them, we don't have music.

Enormous artistic, personal, social and economic effort goes into the creation and the performance of music. We must find a way of ensuring its sustainability in the economy. My message for World Intellectual Property Day is - do not take music for granted; value it.

Today is a day to **Get up, stand up. For music**– to ensure that our musicians get a fair deal, and that we value their creativity and their unique contribution to our lives.

Francis Gurry

রেজিস্ট্রার
পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)
শিল্প মন্ত্রণালয়

১৩ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (WIPO) এর সদস্যভূক্ত ১৮৮টি দেশে ২৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ ১৫তম **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালনে ডিপিডিটির মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় **Get up, stand up. For music,** যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) জাতীয় মেধাসম্পদ অফিস হিসেবে শুরু থেকেই প্রতি বছর দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে এবং ২০০৫ সাল থেকে বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে আসছে। ডিপিডিটির এ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মেধাসম্পদ সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবক, গবেষক, এজেন্ট ও সাধারণ মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা এ প্রতিষ্ঠানের জনসেবা প্রদানের নিরলস প্রচেষ্টাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

বর্তমানে এ অধিদপ্তর থেকে পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্কস, সার্ভিস মার্কস ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মেধাসম্পদ সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রদেয় সেবাসংশ্লিষ্ট সকল আইন ও বিধি যুগোপযোগী করে প্রণয়ন ও সংশোধন করার কাজ শেষপ্রান্তে রয়েছে। অধিদপ্তরে অভ্যন্তরীণ ভাবে অটোমেশন কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৬ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে ই-সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। আশা করা যায়, এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিপিডিটি অচিরেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেধাসম্পদ অফিসের রূপ লাভ করবে। পরিশেষে, **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ সনোয়ার হোসেন

Kazi Akram Uddin Ahmed
President
The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

২৬ এপ্রিল ২০১৫ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশেও ১৫তম **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** গুরুত্বের সাথে পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বর্তমানে মেধাসম্পদ একটি অপরিহার্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও বাণিজ্য প্রসারে মেধাসম্পদের বিষয়গুলোতে নিজেদের জোরালো ভাবে সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় **Get up, stand up. For music** নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেধাসম্পদের বিকাশে মূল ভিত্তিই হচ্ছে সৃজনশীলতা। সৃজনশীলতার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানলব্ধ পৃথিবী উপহার দিতে পারব।

আমাদের অর্জিত ও সম্ভাবনাময় মেধাসম্পদের সঠিক সংরক্ষনের জন্য বিদ্যমান মেধাসম্পদ আইন ও বিধিগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। পাইরেসি ও নকল প্রতিরোধ, সৃজনশীল মেধাসত্ত্বের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এ দিবসে এই হোক আমাদের মূল অঙ্গীকার।

আমি **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫** এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ
সভাপতি

১৩ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
২৬ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১৫** উদযাপনে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনে এবছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে Get up, stand up. For music.

সংগীত একতার প্রতীক, সংগীত মুক্তির প্রতীক! সংগীতই পারে মানুষে-মানুষে সকল ভেদাভেদ দূর করে বুকে বুক মিলিয়ে দিতে। সমসাময়িক এই অস্থির বিশ্বে এবারের **বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস** এর প্রতিপাদ্য খুবই যথাযথ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

মেধাসম্পদ দিবসের এ মহতী আয়োজনে বাণী, লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন । শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় এবং পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রারের সুনিপুণ তদারকীতে দিবসটি যথাযথভাবে উদযাপিত হবে, আশা করা যায়। সুভ্যেনির প্রকাশনা ও অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সুধিজনদের অবদান সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণার্হ। পরিশেষে, বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

মোঃ সাইদুর রহমান
আহ্বায়ক, সুভ্যেনির ও ক্রোড়পত্র উপ-কমিটি।

MANAGING THE CHALLENGES OF WTO PARTICIPATION: CASE STUDY 3

Rock 'n Roll in Bangladesh: Protecting Intellectual Property Rights in Music

Disclaimer:
Opinions expressed in the case studies and any errors or omissions therein are the responsibility of their authors and not of the editors of this volume or of the institutions with which they are affiliated. The authors of the case studies wish to disassociate the institutions with which they are associated from opinions expressed in the case studies

Dr. Abul Kalam Azad*

I. Problem in Context

"It's daylight robbery in Murder," screamed a cult Bangladeshi rock band, and its plea has been heard', writes the Telegraph of Calcutta in its front-page story on 'tune-lift' in the Hindi movie Murder (Telegraph, 20 May 2004). Miles, a very popular Bangladeshi music band (see box) has accused music director Anu Malik, a music-mogul of the Mumbai movie world, of committing pure piracy of one of its original compositions.

On receiving messages from fans in the United States, the United Kingdom, Australia and India

* *Professor, Department of Economics, University of Chittagong, e-mail: abulkalamazad1952@yahoo.com*

that their song 'Phiriye Dao Amar Prem' (Give me back my love) had been copied in the soundtrack of Murder, Manam, Hamin and other members of Miles collected a copy of the movie and sat down to watch it themselves. When the song 'Jana Jane Jana' was being played, the band members could hardly believe their ears. Only the language was different - Hindi. Otherwise, 'the lyrics are a shadow of ours, the tune is the same. Even the beat break-ups, the use of guitar and filler notes are the same. How could Anu do such thing?' wondered Hamin, one of the guitarists and vocalists of Miles. 'Even when a musician is inspired by a song, he can only copy eight measures. But this is a complete copy of Phiriye Dao,' added Hamin (Bombay Times, 18 July 2004).

The Bengali song 'Phiriye Dao' was composed by Miles for its music album 'Prathasa' (Hope) in 1993. It was released in Bangladesh and Pakistan. In 1997 this same song was included in a music album named 'Best of Miles, Vol. 1' released by the Asha Audio Co. of Calcutta, and it became very popular in both Bangladesh and West Bengal, India.

Now the song has been used in the soundtrack of the Hindi block-buster movie Murder without, of course, the permission of its original composers.

The Mumbai (previously Bombay) movie world known as 'Bollywood', in imitation of the United States' Hollywood, earns millions of dollars by producing and exporting its films, typically including music and dance, romance and comedy, all over the world, including Bangladesh. Compared with India's, Bangladesh's movie/music production is just a dwarf. Bangladesh runs a huge trade deficit with India, and the import of movies/music from India contributes significantly to it.

Under such circumstances, copying and reproducing a Bangladeshi song without any payment of royalties is not only unethical but also a blatant violation of the intellectual property rights recognized by the World Trade Organization. It hurts, in this particular case, the business interests of the Bangladeshi rock band Miles.

'Just as Santana cannot leave a concert without performing "Black Magic Woman", we cannot conclude a concert without performing "Phiriye Dao". Our songs have a huge potential for the non-Bengali audience. We had planned to release their Hindi versions. Our plans to go Hindi are in jeopardy. We are open to singing for Hindi films too. The offer should have come to us', said Hamin in a description of how the copying of their song had hampered Miles' prospects, including, of course, business prospects (Bombay Times, 18 July 2004). And it goes without saying that since Bangladesh is the 'home' of Miles, so when its business interests are hurt, Bangladesh's business interests also are hurt.

II. The players involved

The decision to seek redress and preparations

The members of Miles discussed among themselves the possibility of seeking and getting compensation for the injury caused to their business prospects. It was decided that they should contact lawyers, people well versed in matters relating to the WTO, and the Ministry of Commerce.

The relevant people in the Ministry of Commerce showed keen interest in the case. They contacted their counterparts in the Ministry of Commerce in India, who suggested that Miles should seek redress to the problem by taking the violators of copyright to court. The Bangladesh Ministry of Commerce advised the members of Miles accordingly, and asked the Commercial Counsellor and others in the Calcutta office of the Bangladesh deputy high commission to extend all possible co-operation to the band members in this regard.

By approaching some individuals well-versed in WTO matters, the band members learned that they can claim protection for their work under the copyright and related rights provisions of the

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The main provisions on copyright and related rights in the TRIPS Agreement are contained in the Berne and Rome Conventions. In addition, the TRIPS Agreement contains provisions related to

a. computer programs and databases;

b. rental rights to computer programs, sound recordings and films;

c. rights of performers and producers of phonograms; and

d. rights of broadcasting organizations.

In the case of Miles, Article 11 and Article 14 of the TRIPS Agreement are the most relevant ones. According to Article 11, member countries are required to provide authors of computer programs, sound recordings and cinematographic films the right to authorize or to prohibit the commercial rental of their copyright works. In addition, Article 14 provides that the performers shall have, 'in respect of a fixation of their performance on a phonogram', the right to prevent the reproduction of such fixation.

On being advised by the Ministry of Commerce and bolstered by the knowledge of the rules of WTO, members of Miles finally decided to go to the court of law. 'By going to court, we are registering our protest against such an unethical deed', said Hamin to the Bombay Times (18 July 2004).

Preparations for a legal suit

Sinha and Company, a Calcutta law firm, was contacted on behalf of Miles for filing suit against the violators of copyright. Accordingly, lawyers of the firm served notices on the offenders, prepared relevant documents including 'notations' of the original and copied songs, collected audio-cassettes of the two songs and so on. Finally, after the expiry of the notice period, a writ petition was filed on behalf of Miles in the Calcutta High Court on 17 May 2004 against the producer Mahesh Bhat and the music director Anu Malik of the film Murder, the singer of the song, Amir Jamal, the recording firm Saregama (India) Ltd and the audio company RPG Global Music (London).

In the writ petition it was claimed that the defendants had collaborated on copying core elements from the petitioners' song 'Phiriye Dao Amar Prem' in the soundtrack 'Jana Jane Jana' of the movie Murder. It was further claimed that the themes of the two songs had been similar and their melodies identical. Even the use of chords was the same in both the songs. 'This is gross infringement of the International (Intellectual) Property Rights as well as the Copyright Act', stated Pratap Chatterjee, the lawyer for the petitioners (Telegraph, Calcutta, 20 May 2004).

As compensation for the 'injury' caused to the business interests of the petitioners, 50 million rupees were demanded from Anu Malik, Mahesh Bhat, Saregama India Ltd and RPG Global Music; in addition, 'total reimbursement' for the expenditure incurred in filing the case also was demanded. A court order was also sought for appointing a receiver or special officer to seize the entire lot of soundtrack software from Saregama's Dum Dum studio. Besides this, the band's lawyers demanded that the respondents 'should be directed to disclose upon oath details of cassettes and CDs distributed by them to various vendors and retails'.

III. The outcome and challenges

The verdict

On hearing the petition, the Hon. Justice S. K. Mukherjee took prima faciecognizance of the matter and passed an interim order on 19 May 2004. In his learned judgment, the justice ordered the respondents to remove the song from the soundtrack of the movie Murder. The court order further barred the respondents from manufacturing, selling, distributing or marketing any music cassette or disc containing the song.

Triumph of the rule-based international trade regime

The verdict of the Calcutta High Court in the Miles case was a triumph of the rule-based international trade regime. Previously, intellectual property right (IPR) laws were applicable mainly within national boundaries, and only the nationals of a country could benefit from such laws; India was no exception to such practice. The Indian Copyright Act empowered the government to extend the benefits of the Act to the nationals of other countries (i) if India had entered a bilateral treaty with that country; (ii) if India and the country concerned had been parties to a common international convention guaranteeing protection to intellectual property rights; or (iii) if the Indian government was satisfied that the country concerned had adopted measures to reciprocate similar protection to the works of Indian nationals.

But Bangladesh and India had neither signed any bilateral agreement nor been parties to any common international convention related to the protection of property rights in literary and artistic works before 1995. So, according to the provisions of the Indian Copyright Act, Bangladesh would not have the right to claim IPR protection for its citizens' works in India before 1995.

However, both Bangladesh and India became members of the WTO on its formation in 1995, and the Indian Copyright Act was amended accordingly to make it compatible with the TRIPS Agreement. The amendment to Chapter IX of the Act, entitled 'International Copyright: power to extend copyright to foreign works', inserted a new section after s. 40 which reads as follows:

40A (1) If the Central Government is satisfied that a foreign country (other than a country with which India has entered into a treaty or which is a party to a convention relating to rights of broadcasting organizations and performers to which India is also a party) has made or has undertaken to make such provisions, if any, as required for the protection in that foreign country, of rights of broadcasting organizations and performers as is available under this Act, it may, by order published in the Official Gazette, direct that the provisions of Chapter VIII shall apply -.... (c) to performances that are incorporated in a sound recording published in a country to which the order relates as if it was published in India.

In addition to making necessary amendments to the Copyright Act of 1957, the Indian government also issued the International Copyright Order 1999, extending the benefits of the provisions of the Indian Copyright Act to nationals of all WTO member countries. This automatically granted Bangladesh, as a member of the WTO, the status of receiving copyright protection in India for its citizens' works.

In the present case, both India and Bangladesh as members of the WTO are bound by its rules. When some nationals or business firms of India infringed the copyright (included in the IPR) of the Bangladesh nationals -members of the band Miles - it was possible for the latter to seek legal redress for the injury caused by such infringement of copyright. And this was particularly provided for in the WTO rules (National Treatment Principle of TRIPS).

Thus although the TRIPS Agreement was not the first of its kind to enable copyright owners to defend their rights in foreign countries, because of the variations in standards of protection and eligibility criteria, it was previously possible for someone to violate the intellectual property rights of nationals of other countries and exploit it for commercial purposes both within and outside the country, that is for both domestic supply and export. The TRIPS Agreement, by ensuring a minimum standard of protection and eligibility criteria, was intended to put an end to such violations of intellectual property rights beyond national boundaries. The case described here serves as a concrete proof of such an intention.

The present case is a further proof of the fact that Bangladesh was a special beneficiary of the provisions of the TRIPS Agreement. Prior to amendment to make it TRIPS-compatible, the Indian Copyright Act provided for the extension of copyright protection to the works of nationals of other countries provided that that country also granted reciprocal treatment to the works of Indian nationals. But in this case, the Bangladesh band Miles obtained 'National Treatment' although Bangladesh still has until 2006 (an allowance of grace period for Bangladesh as a least developed country (LDC)) to accord similar treatment to the nationals of India (or any other country, for that matter).

But availing themselves of the benefits of the provisions laid down in the WTO rules involved costs and challenges for the copyright owners of Bangladesh. These were in terms of money, time, lack of information and uncertainty about the outcome, compensation and the amount thereof. In this particular case, the band has won only the first round of the battle. It is yet to secure a verdict on the nature and amount of monetary compensation commensurate with the damage caused to the band's business prospects.

IV. Lessons for others

Reactions to the court order

Nevertheless, the members of Miles were very happy with the decision of the court. In particular they were pleased because not only did they get their copyright recognized, the recognition came promptly too. 'We were impressed by the promptness with which the first hearing in the Calcutta High Court was completed and the injunction order was passed. Normally, it does not happen so quickly. We proceeded systematically, organizing everything very carefully. Particularly, we submitted the technical notations of our song and that of the "copied" song', said the members of the Miles (Prothom Alo, 26 May 2004).

Mahesh Bhat, the producer of Murder, responded to the injunction order by removing the song from the soundtrack of the movie. However, in his defence he said that the song had been bought from the Jeddah-based Pakistani singer Amir Jamal. 'We had bought the song from Amir Jamal.... and it was only recreated by Anu', Mahesh Bhat told a Telegraph reporter when contacted on his cell phone (Telegraph, Calcutta, 20 May 2004).

But the most interesting and vindicating confession came from Anu Malik, the music director of Murder. Recording his reactions for the first time since the controversy over the song 'Jana Jane Jana' surfaced, Malik confirmed that 'This song, as well as "Kaho Na Kaho" (another song fromMurder) were taken from a Pakistani singer by the producers and the music company. I have not even recorded that song, leave alone composed it' (Telegraph, Calcutta, 26 May 2004). Malik said that he had been shocked to be dragged into this controversy: 'The people who bought the song from the Pakistani singer must also clarify that I had nothing to do with it.'

Manam Ahmed, the Miles keyboard player, was asked in an interview about the statements made by both Mahesh Bhat and Anu Malik that the controversial song was purchased from the Pakistani singer

Amir Jamal. In reply, Manam Ahmed mentioned that this song had been composed in 1993 for their album 'Prothasa', which had even become popular in Pakistan. It was released in India again in 1997 by the Asha audio company of Calcutta. 'If Amir Jamal was the original composer of the song, why did not he come up with a complaint during the last ten-year period?' asked Manam (Prothom Alo, 10 June 2004).

Manam Ahmed's contention was confirmed by the audio company Asha of Calcutta. S. D. Lahiri, the proprietor of Asha, said, 'The song appears in our 1997 release "Best of Miles Vol. 1". The Murder track has reproduced ditto the entire musical arrangement of the Miles number, including the specific guitar parts' (Telegraph, Calcutta, 20 May 2004). On the other hand, shrugging off their responsibility in the whole episode, S. F. Karim, business manager for Saregama India Ltd, said, 'We have little role in this, except reproducing and printing what the producer and music director have given us. Had it been non-film music, we would have had a more proactive part in the composition' (Telegraph, Calcutta, 20 May 2004).

In short, the members of Miles are very happy with the outcome. They are happy to see that their rights have been established. On the other hand, the violators of copyright have also learned that they cannot get away scot-free after perpetrating such infringement of others' copyright. They can be expected to be more cautious in future. But above all, this case upholds the fact that intellectual property rights, like other property rights, are inviolable. This will simultaneously serve as a warning to would-be violators of intellectual property rights and as an encouragement to creative people all over the world by reassuring them that their creative works will not be pirated. And all of these follow from the TRIPS Agreement - one of the three major instruments that constitute the legal rights and obligations of the WTO.

History of Miles at a Glance

1982

First public appearance on Bangladesh Television as Miles.
First solo public concert at Shilpakala Academy Auditorium, Dhaka. Capacity attendance of 2,000.
First album released in English, entitled 'Miles': three original songs, seven covers.

1983-1990

Played at the Sonargaon Pan Pacific Hotel's discotheque and coffee shop in Dhaka six nights a week. Many solo and joint concerts.

1986

Second album released in English, entitled 'A Step Further': seven original songs and three covers.

1991

First Bangla album, 'Protisruti', released: twelve original Bangla songs, bringing the band unprecedented popularity with a number of hit songs.
1991-1992
A number of television appearances performing the Bangla songs.

1992

First concert outside Bangladesh, in Bangalore, India: UK rock music performed in three-hour solo concert. Attendance 7,000.
Second Bangla album, 'Prottasha', was released with twelve original Bangla songs: record-breaking sales. To date the highest-selling album of Miles' music in Bangladesh.

1993

Numerous television appearances, and many concerts with audiences of 12,000 plus.
Signed with Pepsi Cola for a sponsorship agreement of one year, which included exclusive concerts organized by Pepsi.

1994

First CD released as the 'Best of Miles', from Hollywood, United States, the first ever CD of a Bangladeshi band. Sold very well in United States, United Kingdom, Japan, United Arab Emirates and Bangladesh.
Solo three-hour concert in Chandigarh, India, of UK rock music. Attendance 5,000.
Two concerts in the Gulf states of Abu Dhabi and Dubai. Audiences 1000-1500.
Numerous concerts in Bangladesh.
Asia's largest cable TV network Star TV's music channel 'V' and 'MTV' Asia covered Miles' concert and tour news.

1995

Many concerts in Bangladesh colleges and universities, as well as private dinner-dance performances.

1996

Solo two-and-a-half-hour concert in Calcutta of mostly Bangla songs. Audience 7,000.
Released third Bangla album (the band's fifth), 'Prottoy', containing eleven original songs, a high-selling album in Bangladesh and abroad, giving the band its third consecutive hit album.
Successful major tour of United States and Canada over two months, performing in New York, Dallas, Oklahoma, Chicago, Florida and Montreal to audiences of 500 to 2,500 people, ticket prices ranging from $20 to $100.

1997

Increasing air-play of Miles' Bangla and English songs on India's FM Radio, and increasing press and record company interest there. Release of the band's first singles cassette, 'Prayash', two original Bangla songs performed as extended dance songs. Supported by earlier TV performances, they were very well received.
BBC conducted and aired a number of interviews with Miles in various programmes along with some of their most popular Bangla songs.
Interview with Miles published in London's oldest Bangla newspaper,Janomot.
Band's seventh disc recorded, partly in India and partly in Bangladesh.

1998

Performed in many charity concerts to audiences of 1,000 to 20,000 people.
Performed another successful concert in Calcutta to an audience of about 6,000 people.
Made a number of music videos through the year for satellite TV channels including MTV.
First compilation album released in India as 'Best of Miles' (Vol. I), a 'perennial seller' in record company language, with huge radio play.
Second compilation album 'Best of Miles' (Vol. II) released six months later, also topping the charts. The two albums received great reviews in the local press, making Miles very well known in West Bengal, India.

1999

Performed in concert in Chittagong stadium, with an audience of over 30,000.
Second guitar player taken on by the band.
Performed at Shibpur Engineering College, Calcutta, in front of an audience of 5,000 - Miles' fifth performance in India, the highest number of concerts by any band from Bangladesh.

Get up, stand up. For music

Mohammad Towhidul Islam*

Get up, stand up, fight now for your rights/ Get up, stand up, don't give up the fight/ Now we've seen the light/ We gonna stand up for our rights."- Song by Bob Marley and Peter Tosh

The call in the song to enforce rights can precisely be taken to music since it encountersperils from stakeholders or pirates. To fight against piracy and to ensure right holders' royalties, music that appears under the rubric 'literary and artistic works' is recognized as an intellectual property. This property is protected as copyright as soon as it is put in material form, such as being written down or recorded in some way. This means copyright protects the musician even if the song is not registered with the Copyright Office. However, mailing a copy of the work to oneself provides no added legal protection and is unlikely to prove useful evidence for substantiating the date a song was written.

When someone creates a piece of music, a bundle of rights and obligations come into play. This means there is usually more than one copyright holder in any given musical track. First comes the composer writing the music holds copyright in the musical works. Then comes the lyricist writing the lyrics holds copyright in the literary works. Then after, the artist performing the music holds copyright in a sound recording in the live performance. Finally, the maker of the recording which is usually a record company holds copyright in the sound recording.

* *Associate Professor, Department of Law, University of Dhaka.*

Copyright in music outlines what someone can and can't do with the material. It gives holders the exclusive right to make copies and duplicate the music, distribute the music, adapt or prepare derivative works or make alternate versions or new arrangements, perform the songs publicly, or broadcast or display the product in public, or perform publicly via digital audio transmission. Public performances may also include live shows at public venues such as bars, restaurants, and auditoriums as well as performances of pre-recorded music on radio, television, the Internet and at public venues.Further, copyright entitles holders to license or permanently transfer or assign their exclusive rights to others.

As mentioned earlier, copyright exists even without registration of a music. What is needed for establishing copyright in music is publication. So, registering a composition adds little or no value until it is published. However, publishing typically means selling or distributing copies of the song to the public. Posting a new recording or video to YouTube will also constitute publication. Nonetheless, live performance of a song does not act as publication of the song.

By industry practice, the copyright in the composition is managed by music publishing companies while the sound recordings are handled by the record labels who distribute recorded music and promote that music. However, music publishers offer value for composers because these companies promote the use of compositions in their catalog for use in films, television, advertising, ringtones and video games in addition to sheet music and music books. The publishers manage the sales of the composition and typically deal with all the copyright registration and deposit requirements. As a result, the publishers generally receive the large share of the composition revenue in exchange for their services.

The copyright subsists in the composition for sixty years past the life of the author under the Copyright Act 2000. When the song is jointly authored, the sixty years will run from death of the last surviving author. Whether or not a recording is still subject to copyright protection bears the "P" notice elsewhere in the world, on CD covers, e.g. "P" 2015 Soundtek Pty Limited. This means a recording that holds "P" notice in 2015 is deemed to be published in 2015 and its copyright would continue until 2075.In most situations, the author of a song will be the individual composer or team of composer and lyricist. However, situations may arise where the members of the band perform as employees for the band as a company. In this case, band members would be making the work as a work-for-hire, and the company would be the author. There are a few other situations where composers are asked to sign a work-for-hire agreements. However, in most cases, musicians do not have these agreements.

For over a century, it has been in practice throughout the globe that musicians are particularly helpless in market negotiations for the rights to their music. The publishing company is often found to deprive the musicians from royalties since publishing companies hold copyright or disabling contracts. To relieve the musicians in such perils, the section 203 of the United States Copyright Act 1976 enumerates that for songs written after 1978, a copyright contract can be terminated by the author 35 years following the date of the copyright transfer or grant. However, this provision does not apply to any composition made as a work-for-hire. This reminds the musicians to protect their second chance to benefit from their music by avoiding work-for-hire assignments.

For music, artists are entitled to mechanical royalties. However, how much will be the royalties is determined under statutes in different parts of the world. For example, the United States Copyright Act sets the mechanical royalty rate as 9.1¢ for a composition five minutes or less in length, or 1.75¢ per minute for songs over five minutes, rounded up to the nearest whole minute. This amount is then multiplied by the number of copies of the recording that are published.Artists can claim mechanical royalties for many digital uses - permanent downloads, limited downloads, on-demand streams, ringtones, ringbacks, and many a more.However, there is room for negotiation in other

parts of the world. It is always kept in mind that the royalty has to be in the best interest of all parties to agree to a rate.

Again, unlike the mechanical royalty, the public performance royalties are not determined through statutory action. For a musician, membership in a performing rights society provides a revenue stream that will be based on the popularity of the music. The revenues earned by the performing rights society are distributed to the members based on record sales and airplay. Since copyright also protects the public performance rights of digital sound recordings, the organization e.g. SoundExchange in the United States serves to collect public performance fees owed to the copyright holder of the digital master - the record labels - based on a statutory license rate. In the United States three other performing rights societies - ASCAP, BMI and SESAC - license the venues where music is performed publicly, and collect and distribute revenues to copyright holders.However, no such royalty provisions - mechanical or public performance royalty are laid down in the Copyright Act 2000.

Further, by registering with the Copyright Office, a performing rights society representing each class of works as contemplated in the Copyright Act 2000, can maximize composers' opportunities to earn revenue from the compositions.However, to comply with the Act, no such society is formed and registered to capacitate right holders to earn revenue from all of the sources created by the Act. In addition, shortage of right manpower in the copyright administration, law enforcement agencies, bar and bench, and above all lack of copyright awareness appear to be barriers to enforce rights in music.

With such societies in place, incorporating appropriate royalty provisions in the Copyright Act 2000 and in particular ensuring adequate enforcement mechanisms will boost up copyright protection in providing many tools necessary to enhance the livelihood of composers and artists.

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সকল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

M S Siddiqui*

Right of Stakeholders on Musical Works

The Music related Copyrights of all stakeholders are hardly aware of their legal rights on their creations. Intellectual property is very wide and includes literary and artistic works, films, computer programs, inventions, design and marks used by traders for their goods or services. Intellectual property of copyright creates in the form of literary, musical, dramatic and artistic works and cinematograph films and sound recordings.

Bangladesh copyright is a specified types of works as provided for by the Copyright Act, 2000 (No 28 of 2000) and it was amended up to 2005. The Act (amended in 2005) contains, among others, the subject matters of the TRIPS agreement in respect of copyright and related rights, computer programmers, database, cinema, broadcasting rights, performer's rights, phonograms rights etc. Without proper copyright protection, smooth social and cultural development is not possible. The law deters other from copying or taking unfair advantage of the work or reputation of another and provides remedies should this happen. The authority also promulgated Copyright rules in 2006. The Copyright Rules, 2006 provide for the registration, application for license and other relevant issues of copyrights.

A work means a literary, dramatic, musical or artistic work, a cinematograph film, or a sound recording. Copyright subsists in the classes of works: (1) Original literary, dramatic, musical and artistic works; (2) Cinematograph films; and (3) Sound recordings.

* *Legal Economist. E-mail: shah@banglachemical.com*

"Musical work" means a work consisting of music and includes any graphical notation of such work but does not include any words or any action intended to be sung, spoken or performed with the music. A musical work need not be written down to enjoy copyright protection. "Sound recording" means a recording of sounds from which sounds may be produced regardless of the medium on which such recording is made or the method by which the sounds are produced. A phonogram and a CD-ROM are sound recordings.

In the case of a musical work, copyright means the exclusive right for (1) to reproduce the work, (2) to issue copies of the work to the public, (3) To perform the work in public, (4) to communicate the work to the public, (5) to make cinematograph film or sound recording in respect of the work, (6) to make any translation of the work, (7) to make any adaptation of the work, (8) to make any other sound recording embodying it, (9) to sell or give on hire, or offer for sale or hire, any copy of the sound recording, (10) to communicate the sound recording to the public.

The performers are many in creative works protected under copyright. "Performer" includes an actor, singer, musician, dancer, acrobat, juggler, conjurer, snake charmer, a person delivering a lecture or any other person who makes a performance. "Performance" in relation to performer's right, means any visual or acoustic presentation made live by one or more performers. Singer is a performer as per the Bangladesh Copyright Act,

The performer has rights such as: 1) where any performer appears or engages in any performance, he/she shall is entitled to a special right in relation to the performance. 2) the performer's right lasts fifty years from the beginning to the end of the calendar year in which the performance is made. 3) during the continuation of a performer's right in relation to a performance, any person who, without the consent of the performer, commits any of the following acts related to the performance, namely: (a) makes a fixation of the performance; or b) makes any reproduction of such fixation of the performance, which fixation was- (i) made without the performer's consent; or (ii) made for purposes different from those for which the performer gave his consent; or iii) made for purposes different from those referred to in section 36 from a fixation which was made in accordance with section 36; or c) broadcasts the performance except where the broadcast is made from a sound recording or visual recording other than one made in accordance with section 36, or is a re-broadcast by the same broadcasting organization of an earlier broadcast which did not infringe the performer's right; or d) communicates the performance to the public otherwise than by broadcast, except where such communication to the public is made from a fixation or a broadcast, shall be subject to the provisions of section 36.

The lyricist who wrote the lyrics, the composer who set the music, the singer who sang the song, the musician (s) who performed the background music, and the person or company who produced the sound recording. In the case of musical work, the composer also a creator. In the case of a sound recording, the producer is and copyright holder.

A sound recording generally comprises various rights. It is necessary to obtain the licences from each and every right owner in the sound recording. This would inter alia, include the producer of the sound recording, the lyricist who wrote the lyrics, and the musician who composed the music.

Broadcaster is another stakeholder in music industry. "Broadcast" means communication to the public by any means of wireless diffusion, whether in any one or more of the forms of signs, sounds or visual images; or by wire. The rights of a broadcasting organization with reference to a broadcast are : right to re-broadcast the broadcast; right to cause the broadcast to be heard or seen by the public on payment of any charges; right to make any sound recording or visual recording of the broadcast; right to make any reproduction of such sound recording or visual recording where such initial recording was done without licence or, where it was licensed, for any purpose not envisaged by such licence; and right to sell or hire to the public, or offer for such sale or hire, any sound

recording or visual recording of the broadcast. The term of protection for broadcaster's rights is 25 years.

The copyright acquisition is automatic and it does not require any formality. However, certificate of registration of copyright and the entries made therein serve as prima facie evidence in a court of law with reference to dispute relating to ownership of copyright. The general rule is that copyright lasts for 60 years. In the case of musical and artistic works the 60-year period is counted from the year following the death of the creator. In the case of sound recordings the 60-year period is counted from the date of publication.

Apart from the protection of above mentioned works, Copyright Act also provides for the protection of broadcast re-production rights for a term of twenty years from the beginning of the calendar year next following the year in which the broadcast is made.

The reproduction of the works is also conditional. The right of reproduction commonly means that no person shall make one or more copies of a work or of a substantial part of it in any material form including sound and film recording without the permission of the copyright owner. The most common kind of reproduction is printing an edition of a work. Reproduction occurs in storing of a work in the computer memory.

Copyright infringement is using - reproducing, distributing, editing, etc. works without the permission of the copyright holder. It deprive the original creator gets no profit or recognition for the work he or she made.

There are some commonly known acts involving infringement of copyright: (a)Making infringing copies for sale or hire or selling or letting them for hire; (b)Permitting any place for the performance of works in public where such performance constitutes infringement of copyright; (C)Distributing infringing copies for the purpose of trade or to such an extent so as to affect prejudicially the interest of the owner of copyright; (d) Public exhibition of infringing copies by way of trade; and (e) Importation of infringing copies into Bangladesh.

There is some exception of infringement. No broadcast reproduction right or performer's right shall be deemed to be infringed by: (a) the making of any fixation for the private use of the person making such fixation, or solely for purposes of bonafide teaching or research; (b) the use, consistent with fair dealing, of excerpts of a performance or of a broadcast review, teaching or research; (c) such other acts, with any necessary adaptations and modifications, which do not constitute infringement of Copyright under section 73. The Sections 18, 19, 48, 76, 79, 85, 86 and 93 shall, with any necessary adaptations and modifications, apply in relation to the broadcast reproduction right in any broadcast and the performer's right in any performance as they apply in relation to copyright in a work.

Anybody shall be deemed to have infringed the performer's right as per the provisions of chapters 11, 12 and 13 of Bangladesh law if someone go beyond the limits permitted by the nature of the matter, apply to performers and performances.

All the stakeholders--- Singer, musician, lyricist, recorder and broadcaster can take initiative to protect their rights of their creative works and respect rights of each others. Their mutual co-operation can best protect their own rights.

- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Intellectual Property Issues: Fact and Myth

Toufiq Ali*

The well-publicised visit of the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) to Bangladesh from July 19-21 has revived a myth that intellectual property protection is good for Bangladesh's development prospects. Having been, for many years, at the forefront of Bangladesh's efforts at the international level to protect our interests on intellectual property matters, I find it important that the facts be placed before the public.

Definition of intellectual property

Intellectual Property (IP) refers to inventions, literary and artistic works, and symbols, images and designs used in commerce. IP is generally divided into two categories: (a) Industrial property, which includes inventions (patents), trademarks, industrial designs, and geographic indication of source; and (b) Copyright, which includes literary and artistic works such as novels, poems, plays, films, musical works, drawings, paintings, photographs, sculptures, architectural designs, etc.

For industrial property, the basic multilateral agreement is the Paris Convention; for matters of copyrights, the basic agreement is the Berne Convention. Bangladesh became a member of the Paris Convention in 1991, and of the Berne Convention in 1999.

WIPO administers several other agreements, many of which deal with specialised topics. The

* *Dr. Toufiq Ali is a former Secretary, and a former Ambassador in Geneva. E-mail: toufiqali@hotmail.com*

fundamental feature of these agreements is that they provide guidance for domestic legislation based on national needs; in case of dispute, the domestic courts rule.

The Trade In Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement of the World Trade Organization (WTO), which came into force on January 1, 1995, changed the whole landscape of IP. It laid down detailed, compulsory, common standards for all countries, and handed over its enforcement to the dispute settlement system of the World Trade Organization (WTO). With one act, individual national interest and the primacy of domestic laws and courts was swept aside, in favour of the WTO system.

As per TRIPS agreement, developed countries were to apply the new rules from 1996; developing countries from 2000 (except for product patents, which could be applied from 2005); and, LDCs to apply them from 2006.

However, in 2001, LDCs were able to get an extension of the transition period for pharmaceutical products till December 31, 2015; and, in 2005, an extension of the transition period for all other products till June 30, 2013.

The special arrangement for the LDCs was obtained after the most difficult negotiations in the WTO, where Bangladesh led the negotiations on behalf of the LDCs. The option for further extensions has been left open. It will require considerable negotiating capability to obtain further extensions.

IP application in selected countries

There are many lessons we can learn from history, particularly from the experience of the developed countries in the 19th century and the emerging economies of East Asia in the 20th century.

Between 1790 and 1836, as a net importer of technology, the US restricted the issue of patents to its own citizens and residents. Even in 1836, patent fees for foreigners were fixed at ten times the rate for US citizens. Until 1891, US copyright protection was restricted to US citizens.

Despite subsequent relaxation, severe restrictions remained in force. For instance, all books sold in the US had to be printed in US typesets. In was only in 1989 that these restrictions were removed, allowing the US to join the Berne Copyright Convention (roughly 100 years after the UK).

In the 1880s, Swiss industrialists did not want a patent law because they wished to continue to use the inventions of foreign competitors. This opposition was maintained in spite of the fact that the Swiss were themselves enthusiastic patentees in other countries.

Switzerland did eventually adopt a patent law, with various exclusions and safeguards; chemicals and textile dyeing were excluded from patent protection (two areas where the Swiss still excel). In Holland, from 1869 until 1912 no patents were issued, to allow for rapid absorption of foreign technologies.

The best examples in recent history are in East Asia, which used weak forms of IP protection tailored for the stage of their development. Throughout the critical phase of rapid growth in Taiwan and Korea, between 1960 and 1980, both emphasised the importance of imitation and reverse engineering as an important element in developing their indigenous technological and innovative capacity.

Korea adopted patent legislation in 1961, but the scope of patenting excluded foodstuffs, chemicals and pharmaceuticals. The patent term was only 12 years. It was only in the mid-1980s, particularly as a result of action by the US under Section 301 of its 1974 Trade Act, that patent laws were revised, although they did not yet reach the standards to be set under TRIPS.

A similar process took place in Taiwan. In India, the weakening of IP protection in pharmaceuticals in its 1970 Patent Act is widely considered to have been an important factor in the subsequent rapid growth of its pharmaceutical industry, as a producer and exporter of low-cost generic medicines and bulk intermediates.

Financial transfers to developed countries

Developing countries, taken as a whole, are net importers of technology, mostly supplied by the developed countries. Econometric models have been constructed to estimate the global impact of applying the WTO's TRIPS agreement (i.e. globalising minimum standards for IP protection). The World Bank estimates (in 2001) that developed countries are beneficiaries, in terms of the enhanced value of their patents, with the benefit to the US estimated at an annual $19 billion. Developing countries would be the net losers.

The effect of applying patent rights globally will benefit very considerably the holders of patent rights, mainly in developed countries, at the expense of the users of protected technologies and goods in developing countries. Between 1991 and 2001, the net US surplus of royalties and fees (which mainly relate to IP transactions) increased from $14 billion to over $22 billion (US Department of Commerce figures).

Conclusion

The lesson from history is that countries adapted IPR regimes to facilitate technological learning and promote their own industrial policy objectives. Because policies in one country impinge on the interests of others, there has always been an international dimension to debates on IP.

With the advent of TRIPS, the policy space available to developing countries has been reduced sharply. Countries no longer are allowed the opportunity of following the paths so successfully adopted by the US, Switzerland, Korea or Taiwan in their own development.

They can no longer follow a process of technological learning, in which they progress from imitation and reverse engineering to establishing a genuine indigenous innovative capacity. The world does not provide a level playing field for the late-comers.

Countries need to use the IP system in broader human and institutional contexts. Most of the OECD countries started with "flexible" systems. They became more IP sophisticated as they became technologically and culturally more advanced. IP is not the condition to become developed, but the outcome of a particular development path (OECD countries, and more recently China, India).

In other words, industrialised countries developed their IP regimes in the context of checks and balances that allow the system to operate beneficially. But this requires continuous changes and adjustments. And, these checks and balances do not exist in most developing countries (skilled personnel, academics, courts, competition authorities, etc.).

Having reviewed the newspaper reports on his visit, it appears the Director General of WIPO never actually said that intellectual property protection was beneficial for Bangladesh's economic growth. In fact, at a press conference, when asked for his personal opinion, he replied that as the Director General he was obliged to take the position of his Organization -- it was enough indication of his views.

He knows, only too well, all the issues I have outlined above! I have no doubt that, despite all this, some interested quarters in Bangladesh will continue to advocate the position that IP protection is necessary.

LDCs, including Bangladesh, have transition time before applying the TRIPS provisions; till 2016 for pharmaceutical patents, and till mid-2013 for all others. The LDCs fought very hard in the WTO for these extensions of the transition time; let that hard-earned achievement not be wasted.

We should try to develop the local technological capacity and institutions that will enable us to benefit from IP, and only after we have done that should we apply protection. Until such time, which will be in decades if the experience of other countries is any guide, we should negotiate to have our TRIPS transition period extended.

To apply IP protection of the TRIPS standard, as suggested by some developed countries, would have severe adverse consequences on the prospects for rapid economic growth.

Md. Sanowar Hossain*

The Patent, Design, Trademark and Geographical Indications System in Bangladesh

Introduction:

Bangladesh emerged as an independent country in 1971. It is a member country of WIPO and WTO and signed the TRIPs agreement. Although the history of IP in Bangladesh dates back to early 19th century. But still it did not get momentum as the need of the time. Like most of the LDCs, Bangladesh unable to divert their resources to build IP capacities as because LDSs are still struggling to ensure food security, primary education, health care services and infrastructures development etc. The acts and rules that were passed by the British and Pakistani regime relating to intellectual properties have been using in Bangladesh since independence with some exceptions. By this time the present Government has taken a number of initiatives towards the development of intellectual properties rights and made some acts and rules in this regard. Bangladesh Government have passed Trademarks Act, 2009 (Which replaced the Trademarks Act, 1940) and also have passed Geographical Indications of goods (Registration and Protection) Act, 2013. New Patent Act & Industrial Design Act drafts are being prepared for replacing the Patents & Designs Act, 1911. Trademarks & GI rules preparations are in final stage. Department of Patents, Designs & Trademarks (National IP office of Bangladesh) under the general

* *Registrar, Department of Patents, Designs and Trademarks, Ministry of Industries, Bangladesh. e-mail: registrar@dpdt.gov.bd*

control of Ministry of Industries have been administering the activities relating to Industrial Properties. It has four wings and two units such as:

(1) Patents & Designs (2) Trademark (3) WTO & International affairs (4) Admin & Finance and (1) Geographical Indication unit and (2) IT unit.

Patent granting system in Bangladesh

Patent Wing of DPDT have been providing services for granting the Patent applications. The Procedure for granting the Patent is presented briefly here: Patent granting system starts with filing the application under section 3 of the P&D Act, 1911. The application may be either complete or provisional one. If the application is provisional one, then applicant must submit the complete specification within 09 months time with 01 month extension. If it is not submitted within this time limit then the application will be deemed to have been abandoned. After submitting the complete specification, at first the invention is classified according to IPC (International Patent Classification). Then it goes for formal examination. If requirements are met then followed by substantive examination. If it is ok, then application will be accepted and applicant will be notified and simultaneously bibliographic data of the application will be sent to the BG press for publication inviting opposition. If there is no opposition, on payment of prescribed sealing fee within time limit (24+3=27 months and 28+3 =31 months as the case may be) the patent is granted and Letters Patent (LP) will be issued. If the requirements are not met, then applicant will be invited to meet up the deficiencies. If the applicant does not respond within the time limit (18 months + 03 months extension) then the application will be deemed to have been abandoned. If the response is complied with the requirements the application will be accepted. In case of non acceptability of response the applicant may seek opportunity of being heard. On hearing the Registrar may advise the applicant to make necessary amendments under the provisions of different sections of the Act. If the amendments comply with the requirements then application will be accepted. If the requirements are not met within the statutory time limit, then application will be refused. On refusal, the applicant may prefer appeal to the Government . On hearing the appeal may either be allowed or rejected. If allowed, then patent will be accepted following the above mentioned procedures. Granted Patent is valid for 16 years and can be renewed before the expiration of 4th year in respect of 5th year and then renewal can be followed for every consecutive year.

Flowchart of patent granting system:

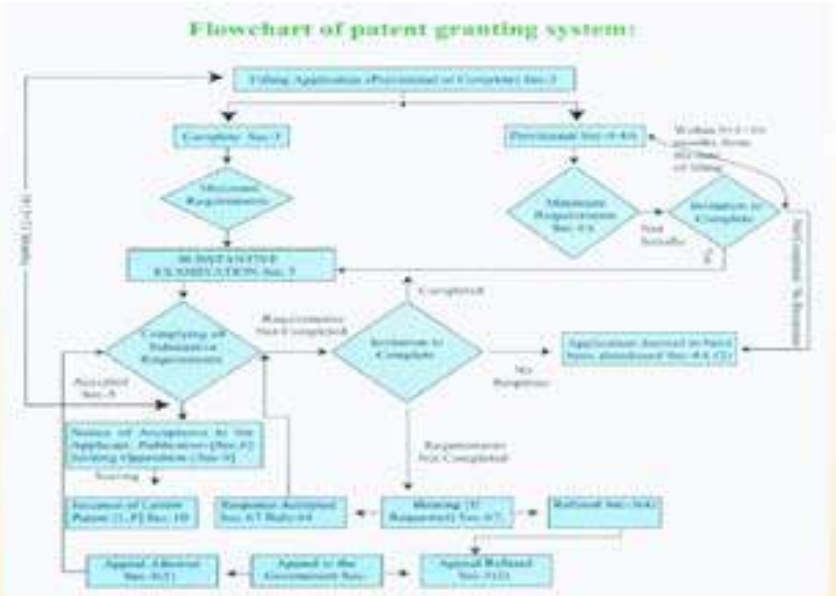

Trademark Registration System in Bangladesh:

Trademark wing of DPDT has been providing services for awarding the registration of trademark. The Procedure for Registration of Trademark is presented briefly here:-

"Trademark registration system starts with filing the application under section 15 of the Trademarks Act, 2009. For each class of the product or service, separate serial no. will be given on each application received. After receiving application, formal examination is conducted according to NICE and Vienna Classification. Substantive examination will be carried out under Rule 4 of TMR. In case of no objection, it will be sent for advertisement in the journal on payment of fee for inviting opposition. If there is no opposition within 02 months time, then Registration Certificate will be issued under section 20 of TM Act on payment of prescribed fee. If there is any objection, a Show cause letter will be issued under TM Rules 12. On receipt of Show cause letter if any cause is shown then the party will be given opportunity of being heard. If the decision is taken in favour of the applicant then the application will be accepted and sent for journal publication under section 17 of TM Act. If any cause is not shown, then application will be refused and a Final Notice (TMR-8) is issued before abandonment. If no cause is shown after the final notice then it will be abandoned. If any satisfactory cause is shown, then it will go for journal publication inviting opposition and again if the cause shown is not satisfactory then it will be abandoned. In case of opposition after publication, opposition case will be heard by the tribunal formed by Registrar under section 18. If opposition is not accepted then it will go for registration and a Registration Certificate will be issued on payment. In case of Appeal against any decision of the tribunal is heard by the Honorable High Court. Trademark registration is valid for 07 years and can be renewed for every 10 years.

Flowchart for Trademark Registration System:

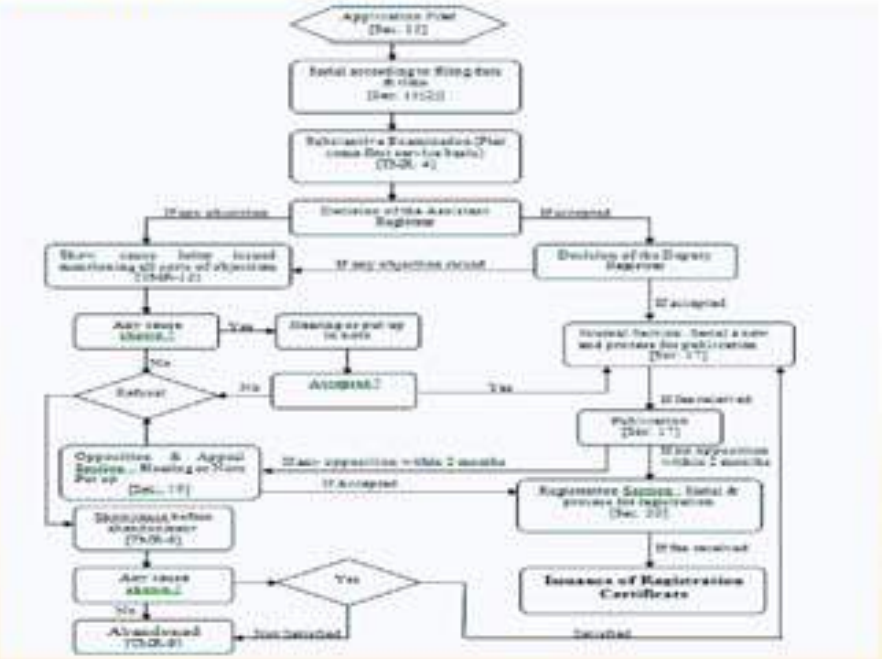

Industrial Designs Registration System in Bangladesh:

Design wing of DPDT have been providing services for awarding the registration of industrial designs. The Procedure for Registration of design is presented briefly here: Industrial design registration system starts with filing application under section 43 of the P&D Act,1911.After

receiving application, formal examination is carried out following National Classification but adoption of Locarno Classification is under process. On novelty examination, in case of no objection, then it will go for issuance of registration certificate. If there is any objection, the applicant will be asked to meet the objection. If the applicant does not respond the application will be deemed to have been abandoned. If the applicant responds satisfactorily then it will be accepted for registration and accordingly certificate will be issued. If the response is not satisfactory, then the applicant may be heard. If the decision is in favour of the applicant then the application will be accepted for registration and a certificate will be issued. The application will be refused if the decision goes against the applicant. In that case the applicant may prefer appeal to the Government . On hearing the appeal may either be allowed or rejected. If allowed, then Design will be accepted and certificate will be issued. Design registration is valid for 05 years and can be renewed two times for every 05 years.

Flowchart of Industrial design registration system:

Geographical Indications of Goods Registration System in Bangladesh:

As with the other units of DPDT Geographical Indication(GI) Unit is going to provide services for awarding the registration of GI very soon. The Procedure for Registration of GI is presented briefly here: GI registration system starts with filing the application under section 9 of the GI Act, 2013. Any association, organization, government body or authority which is established or registered under existing laws and representing the interest of persons producing geographical indications of goods may, apply in writing to the Registrar in the prescribed form. For each class of the GI goods, separate serial no. will be given on each application received. After receiving application, formal examination to be conducted according to WIPO international Classification. In case of no objection, it will be sent for advertisement in the journal on payment of fee for inviting opposition. If there is no opposition within 02 months time, then Registration Certificate will be issued under section 15 of GI Act on payment of prescribed fee. If it appears to the Registrars that the application has been accepted in error or that the circumstance of the case force the GI indication should not be registered. In that case the said application may be rejected subject to hearing. In case of opposition after publication, opposition case will be heard by the tribunal formed by the Registrar under section 14. If opposition is not accepted then it will go for registration and a Registration Certificate will be issued on payment. In case of Appeal against any decision of the

tribunal is heard by the Government. The registration of the geographical indications of goods shall remain in force until the registration of geographical indications of goods is cancelled or otherwise invalidated under this Act. On the other hand the registration of a registered authorized user of a geographical indication of goods shall have effect for 05 years. and can be renewed for every 03 years.

Flow chart of Geographical Indications of goods registration system in Bangladesh

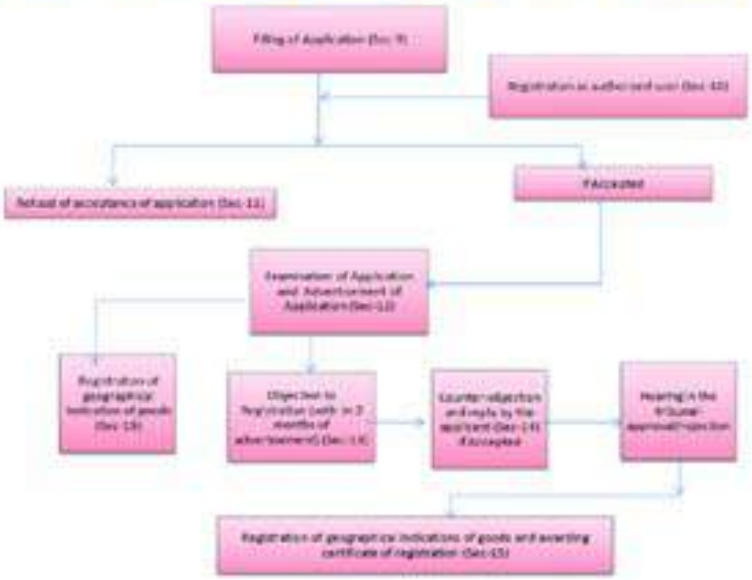

Intellectual Property Automation System (IPAS):

All the activities starting from receiving application up-to registration of IPRs have been performing under Intellectual Property Automation System (IPAS) since January, 2014. The project regarding this have been completed successfully with the Technical and Financial Assistance of WIPO. On line processing is under active consideration.

Patent Application status for Resident and Non-Resident

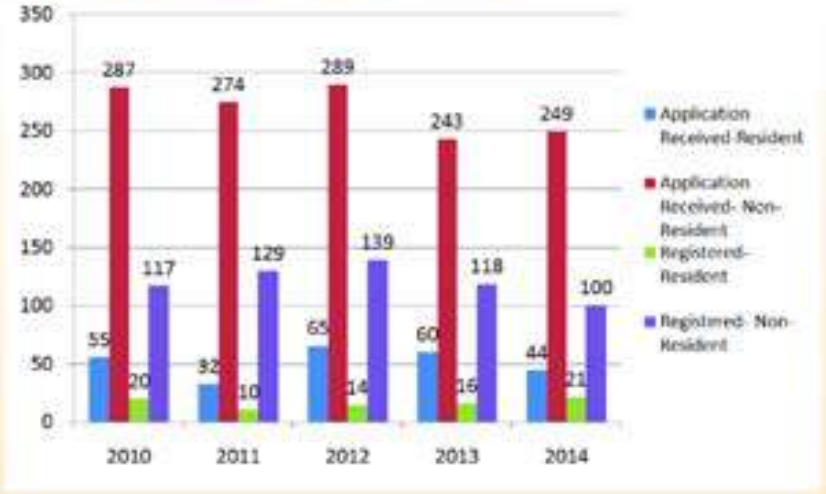

Industrial Design Application status for Resident and Non-Resident

Trademarks Application status for Resident and Non-Resident

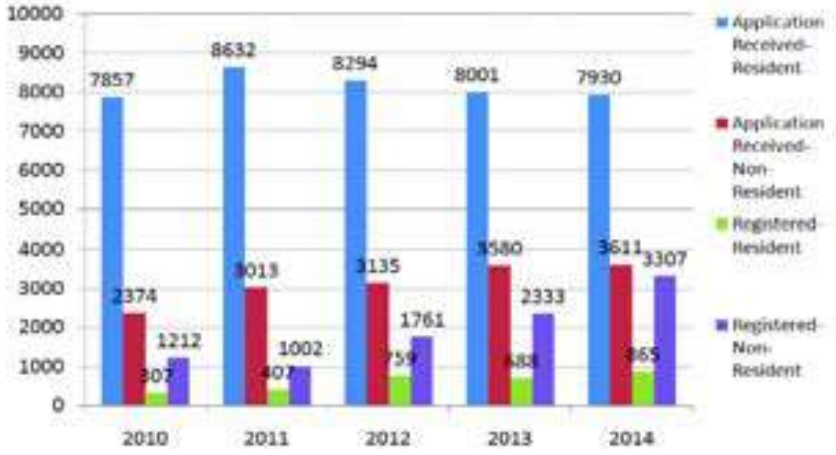

Revenue from Patent & Design

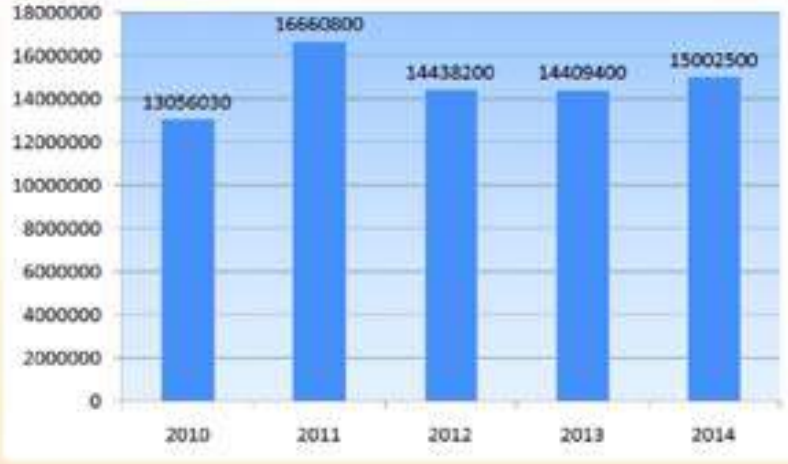

Revenue from Trademark

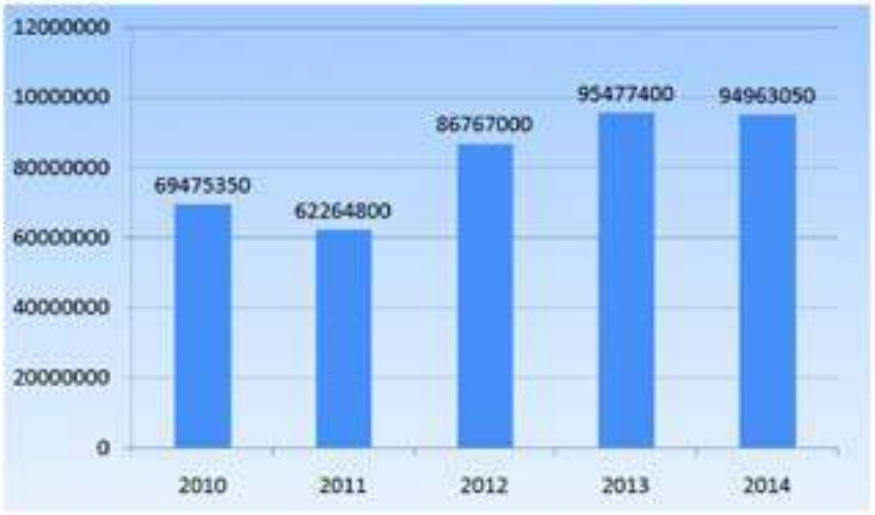

Revenue from Patent, Design & Trademark - Combined

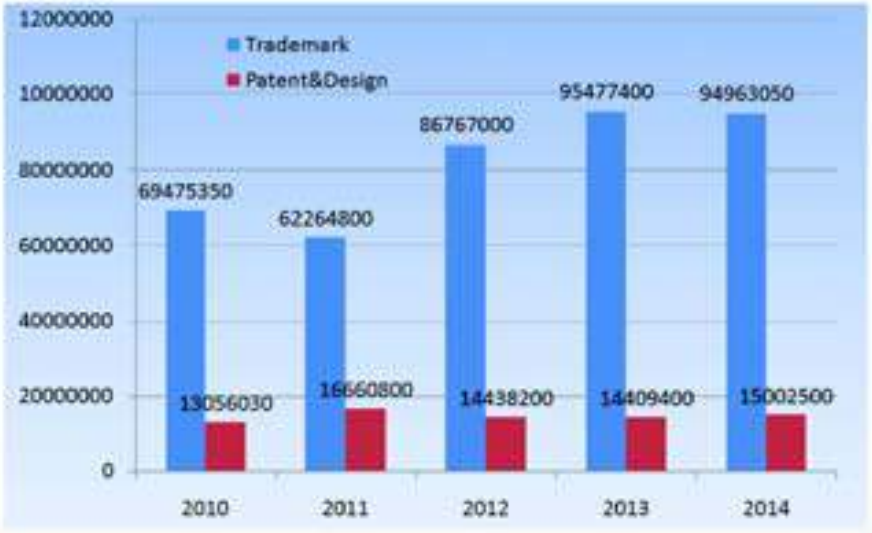

Conclusion:

Bangladesh needs to develop IP capacities. For this we need a great push. Sector wise budget allocation, creating IP villages, technology transfer and knowledge sharing may enhance to develop IP capacities. Meanwhile Bangladesh Government has taken number of steps for it. We hope the scenario will be changed very soon.

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী*

BIRPI থেকে WIPO

১৮৭৩ সালে ভিয়েনায় একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের উদ্ভাবনগুলো প্রদর্শন করা। প্রদর্শনীর নাম 'The International Exhibitions of Inventions'। কিন্তু বিদেশী প্রদর্শক/আবিষ্কারকগণ ঐ প্রদর্শনীতে যোগ দিতে রাজী হলেন না। তাঁদের ভয় ছিল অন্য দেশগুলো তাঁদের ধ্যান ধারণা চুরি করে নিজেদের ব্যবসা বানিজ্যের কাজে লাগাবে। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যে কত অপরিহার্য এ থেকে তা প্রমাণ হয়ে যায়।

১৮৮৩ সালে এলো প্যারিস কনভেনশন, যার লক্ষ্য ছিল Industrial Property র সুরক্ষা প্রদান। এটা প্রথম একটা বড় ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তি যার মাধ্যমে এক দেশের লোক অন্য দেশেও তার উদ্ভাবিত শিল্পজাত পণ্যের জন্য সুরক্ষা পাবে। এই মেধাসম্পদ স্বত্বগুলোর সুরক্ষা দেয়া হয় নিম্নরূপেঃ

- প্যাটেন্ট
- ট্রেডমার্কস
- ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনস

১৮৮৪ সালে প্যারিস কনভেনশন বাস্তব রুপ পায় ১৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে। প্রশাসনিক কাজ কর্ম সম্পাদন, সদস্য রাষ্ট্র গুলোর সভা আয়োজন ইত্যাদির জন্য একটি আন্তর্জাতিক দপ্তর (International Bureau) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কপিরাইট সুরক্ষা বিষয়টি উঠে এলো ১৮৮৬ সনে Berne Convention for the Property of literary and Artistic Works এ। এ কনভেনশনের লক্ষ্য ছিল এর সদস্য রাষ্ট্রের জনগণ

* অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

যাতে তাদের সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পায়। এ সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলঃ

- **উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যকর্ম;**
- **গান, অপেরা, সংগীত, যন্ত্রসংগীত, চলচ্চিত্র;**
- **অংকনবিদ্যা, চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকর্ম।**

প্যারিস কনভেনশনের মত বার্ন কনভেনশনও এর কার্যসম্পাদনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৯৩ সালে ঐ দুটো ছোট্ট দপ্তরকে একীভূত করে সৃষ্টি করা হয় International Bureau for the Protection of Intellectual Property. এটা ফ্রেঞ্চ আদ্যক্ষর সমন্বয়ে গঠিত BIRPI (Bureax Internationaux Reunis Pourla Protection de la Proprietie Interectuellue) নামে অধিক সুপরিচিত। এই BIRPI ই ছিল বর্তমান WIPO এর পূর্বসূরি প্রতিষ্ঠান। মেধাসম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনটির কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সালে BIRPI বার্ন থেকে জেনেভায় স্থানান্তরিত হয়। জেনেভায় জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অনেক অফিস রয়েছে। এর ফলে BIRPI ও এদেরও কাছাকাছি আসতে পারে। এক দশক পরে বিভিন্ন কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে BIRPI রূপান্তরিত হয় WIPO তে।

১৯৬৭ তে সৃষ্টি হলেও WIPO বাস্তব রূপ লাভ করে ১৯৭০ সালের ২৬ এপ্রিল। WIPO কনভেনশনের আর্টিকেল ৩ (তিন) অনুযায়ী এর অন্যতম লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ সুরক্ষার উন্নয়ন সাধন করা।

১৯৭৪ সালে WIPO জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে রূপ লাভ করে।

১৯৯৬ সনে World Trade Organization (WTO) এর সাথে একটি সহায়তা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে WIPO এর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী আরও সম্প্রসারিত করে। ছোট BIRPI আজ WIPO তে রূপান্তরিত হয়ে অনেক বিস্তৃত আকার ধারন করেছে। BIRPI র স্টাফ ছিল মাত্র ৭ (সাত) জন। WIPO তে কাজ করছে এখন প্রায় ১২৩৮ জন কর্মী। ১৮৭টি দেশ বর্তমানে WIPO র সদস্য।

১৮৯৮ সালে BIRPI পরিচালনা করত শুধুমাত্র ৪ (চারটি) আন্তর্জাতিক চুক্তি। আজ এর উত্তরাধিকারী WIPO ২৬ (ছাব্বিশ) টি চুক্তি পরিচালনা করে। তার মধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করে ৩ (তিন) টি চুক্তি। WIPO এর সদস্য রাষ্ট্র এবং সচিবালয়ের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলঃ

- জাতীয় মেধাসম্পদ আইন ও পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেধাসম্পদ স্বত্ব সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক দরখাস্তসমূহ নিষ্পত্তিকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়;
- উন্নয়নশীল এবং অন্যান্য দেশসমূহে আইনগত ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান;
- ব্যক্তিগত মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সহায়তা দান;
- মেধাসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহার ও সংরক্ষণের মার্শাল তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ।

WIPO নিজের আয় দিয়েই মূলতঃ এর ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। জাতিসংঘের অন্যান্য সংগঠনগুলোর মতো WIPO সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার উপর নির্ভরশীল নয়। এর প্রায় ৯০% আয় আসে মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ও রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এর ফি হিসেবে। প্যাটেন্ট কো-অপারেশন চুক্তি (PCT), ট্রেডমার্কসের জন্য মাদ্রিদ সিস্টেম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের জন্য হেগ সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকরণের প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

WIPO র প্রধান হচ্ছেন DG। কোন ব্যতিক্রম ছাড়া ছয় বৎসরের জন্য DG নির্বাচিত হন। Co-ordination কমিটি (৮৩ সদস্য রাষ্ট্রের rotating committee) DG হিসেবে প্রার্থী মনোনয়ন করে General

Assembly তে প্রেরণ করে। মনোনয়নকৃত প্রার্থী General Assembly কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। এ পর্যন্ত WIPO তে DG হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৪ (চার) জন। তন্মধ্যে তিনজন একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছেন।

WIPO এর DG

প্রথম-George Bodenhausen-1970-1973
দ্বিতীয়-Arpad Bogsch-1973-1997
তৃতীয়-Kamil Idris-1997-2008
চতুর্থ-Francis Gurry-2008-অদ্যবধি।

WIPO'র কার্যপরিধিঃ

১। মূল এলাকাঃ বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবক এবং মেধাসম্পদ স্বত্বাধিকারীগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার কাজে WIPO নিয়োজিত। যার ফলে আবিষ্কারক লেখক ও শিল্পীগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাচ্ছেন ও পুরস্কৃত হচ্ছেন। মেধাসম্পদ পণ্যের বাজারজাতকরণে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়নেও WIPO বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মূলত: তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে WIPOএর কার্যক্রম বিস্তৃত রেখেছেঃ

১) আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ আইনের ক্রমোন্নয়ন;

২) জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে মেধাসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদকে কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা প্রদান; এবং

৩) বিভিন্ন দেশে শিল্প এবং বেসরকারি খাতকে মেধাস্বত্বের সুরক্ষা প্রাপ্তি সহজীকরণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

WIPOএর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে যার উদ্দেশ্য হল এর সকল সদস্য যাতে সম্পদ সৃষ্টি ও আন্তর্জতিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকরী ও লাগসই মেধাসম্পদ নীতির মাধ্যমে সর্বোচ্চভাবে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করা।

WIPOএর একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে। তা হচ্ছে মেধাসম্পদ অধিকার সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে একটা মেধাসম্পদ সংস্কৃতি (IP Culture) সৃষ্টি। এ জন্যে WIPO'র লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, উদ্ভাবক ও শিল্প উদ্যোক্তা এদের সকলকে মেধাসম্পদ ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত ও সচেতন করে তোলা, যাতে মেধাসম্পদ সংস্কৃতি সৃষ্টিতে তাঁরা নিজেদের সংযুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

২। বহির্মুখী ভূমিকাঃ

আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখা WIPO'র একটা অন্যতম কৌশল। সে জন্য WIPO ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি এবং সিঙ্গাপুরে লিঁয়াজো অফিস স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে WIPO শিল্পপতি, এনজিও এবং সুশীল সমাজের সাথেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখছে এবং WIPOর বাইরে অবস্থিত দপ্তরগুলোর সাথে একটা পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও লাভজনক কর্মসম্পর্ক উন্নয়ন করে চলেছে ও পারস্পরিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনও করছে-পূর্বের গতানুগতিক ব্যবস্থায় যা ছিল অনুপস্থিত। এ ক্ষেত্রে WIPO যে বিশেষ কাজগুলো করছে তা নিম্নরূপঃ

শিল্প প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী এবং পেশাগত সমিতি, সুশীল সমাজ ও এনজিওদের সাধারণ মেধাসম্পদ, তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মেধাসম্পদ বিষয়, মেধাসম্পদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় WIPO'র ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও ব্রিফিং এর আয়োজন।

সুশীল সমাজঃ

শুরু থেকেই WIPO মেধাসম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এনজিওর কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রায় ২৫০ টিরও বেশী এনজিও WIPO'র meeting'এ Observer এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। Observer এর মর্যাদাপ্রাপ্ত এনজিওসমূহ সকল WIPO মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেধাসত্ব মান নির্ধারনের বিতর্কে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বেসরকারী সেক্টরঃ

শিল্প এবং বেসরকারী সেক্টরে WIPO বেশ কিছু সাহায্য প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে WIPO জাতিসংঘের একটা অনন্য এবং একক প্রতিষ্ঠান। এটা সংগঠনকে একটা তাৎপর্যপূর্ণ আয় অর্জনে সক্ষম করে তোলে। এর ফলে ঐ সংগঠন প্রদত্ত সেবার প্রধান ব্যবহারকারী শিল্প এবং বেসরকারি সেক্টর এর সাথে উক্ত সংগঠনের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমনঃ

- Patent Co-operation Treaty এর মাধ্যমে একই সাথে ১২৫ টারও বেশী দেশে কোন উদ্ভাবনের সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে।
- Madrid systemএর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- Hague system এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করা যায়।
- WIPO এর Arbitration and Meditation Centre এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদসমূহ নিস্পত্তি করা হয়।
- WIPO অঞ্চলভিত্তিক মেধাসম্পদ অধিকার নিশ্চিতকরণ।

সহায়তা সম্প্রসারণঃ

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সংস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

WIPO'র অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এ তথ্যটি সকলকে অবহিত করা যে মেধাসম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ কারণে সাম্প্রতিককালে সংগঠনটি বেশ কিছু নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে যারা এখনো মেধাসম্পদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি তাদের মাঝে মেধাসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার সাথে WIPO'র কার্যক্রম এ ধরণের প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে একটি।

এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উদ্যোক্তা, উদ্ভাবক, সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, SME এবং সংশ্লিষ্টগণের জন্য গাইডলাইন, অনুশীলন মডেল এবং কেস স্টাডি বিভিন্ন মিডিয়া, সংবাদপত্র সিডি-রম এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংকলন এবং প্রচার করা হয়। ২০০৪ সালে ব্যবসা ক্ষেত্রে মেধাসম্পাদ এর প্রভাব সম্পর্কে সংস্তি দু'টো গাইড প্রকাশ করা হয়েছিল, যা বিশ্বের ৫০টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করে প্রচার করা হয়েছিল। ঐ দু'টো গাইডের শিরোনাম ছিল'Making a Mark' ও 'Looking good'. প্রথমটি ছিল ট্রেডমার্ক এর উপর এবং দ্বিতীয়টি ছিল ইন্ডাষ্টিয়াল ডিজাইন এর উপর। SME এসোসিয়েশন, আবিস্কার বা উদ্ভাবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ,বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রতিষ্ঠান, পেশাগত সংগঠনসমূহ এবং চেম্বার অব কমার্সকে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়ে সহায়তা দানও এ কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ

ঐতিহ্যগত জ্ঞানের (Traditional Knowledge) সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়টি বর্তমানে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারনে বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে কৃষি, খাদ্য ও পরিবেশগত বৈচিত্র। বিশেষ করে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ঐতিহ্যগত ঔষধাদি, সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা, মানবাধিকার ও দেশজ বিষয়সমূহ এবং ব্যবসা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

বাংলাদেশে WIPO এর ভূমিকাঃ

WIPO অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশসমূহের মেধাসম্পদ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে মেধাসম্পদের অবস্থান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্যে WIPO কাজ করে চলেছে। সে লক্ষ্যে প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) সাথে WIPO'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় আছে। পরীক্ষকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য WIPO দেশে ও বিদেশে মেধাসম্পদের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষনের আয়োজন করছে। প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের জন্য বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে WIPO থেকেও মেধাসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে প্রেরণ করা হয়, যারা এ দেশে এসে ডিপিডিটি'র কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। অফিস ব্যবস্থাপনাকে কম্পিউটারাইজড করার জন্য WIPO ইতোমধ্যে কিছু সংখ্যক কম্পিউটারসহ প্রশিক্ষণ সহযোগিতা প্রদান করেছে। এর ফলে প্রায় ৬০ হাজার পুরানো নথির বিষয়বস্তু কম্পিউটারে ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে অফিসের বেশ কিছু কাজ automated করা সম্ভব হয়েছে।

মেধাসম্পদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে WIPO কিছু কিছু সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনেরও উদ্যোগ নিয়েছে। মেধাসম্পদ সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহকে যুগোপযোগি ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্যেও WIPO সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন IP Policy নেই। WIPO কর্তৃক মনোনীত দু'জন পরামর্শক দু'টো খসড়া IP Policy প্রস্তুত করেছেন। এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেয়ার জন্য গত জুন ২০১৪ সালে বাংলাদেশে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সাথে আন্তর্জাতিক IP তথ্যভান্ডারে প্রবেশের জন্য ঢাকায় একাধিক স্থানে TISC (Technology and innovation Support Center) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও WIPO'র মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। TISC সম্পর্কে ধারনা প্রদানের জন্য WIPO'র উদ্যোগ ইতোমধ্যে ঢাকায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। WIPO'র অর্থানাকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি IP একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে IP এর উপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাধিক শিক্ষককে WIPO কর্তৃক বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে ইতালীর তুরিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

আশা করা যায় এ সবের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মেধাসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবে।

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Md. Obaidur Rahman*

GI as a Model for Development

1. Introduction

A geographical indication (GI) is a name or sign used on certain products which corresponds to a specific geographical location or origin (e.g. a town, region, or country). The use of a GI may act as a certification that the product possesses certain qualities, is made according to traditional methods, or enjoys a certain reputation, due to its geographical origin.

Geographical Indication (GI) identifies a good/product as originating in a particular region, where a particular quality of the good is attributable to its place of origin. The essence of GIs is that specific geographic locations yield product qualities that cannot be replicated elsewhere. GI- registered product is produced using the GI technology (i.e., that the conditions of the area of production favor the attainment of quality).

Bangladesh is rich in flora and fauna, culture and traditional outfits. Its flora and fauna, culture and traditional knowledge very often contribute to manufacturing goods. According to WIPO National Report (2013)-"Bangladesh has inherited IP system from the British regime. But there is no law in action for protecting their geographically originated or produced goods. So they could not registrar their famous and reputed agricultural and manufactured products though they hold its geographical origin." [1]

[1] *Assistant Registrar, Department of Patents, Designs & Trademarks, Ministry of Industries, Dhaka. e-mail: rahmanobaed@gmail.com*

Considering its valuable contribution made out natural and artificial resources, Bangladesh has finally enacted the Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act 2013. Accordingly, Department of Patents, Designs, and Trademarks (DPDT) should take a necessary step to manage the GI registration system in accordance with the Act.

2. Necessity of the GI Registration System

Article 24.9 of the TRIPS Agreement categorically provides that : "There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical Indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country." So to invoke a violation of the WTO TRIPS Agreement a member concerned must have to first protect its GI in a form or other. Alternatively any one may be a free rider of a GI if it is not legally protected in its country of origin or it has become generic or otherwise "has ceased to be protected." GIs can never become generic once registered [2]. It means that the strongest protection of GIs is provided through registration for use, in trade, of names that indicate the origin of the product [3]. According to WIPO report, "Geographical Indications are more than just a name or a symbol. They reflect a reputation strongly linked to geographical areas of varying sizes, thus giving them an emotional component. A geographical indication's reputation is a collective, intangible asset. If not protected, it could be used without restriction and its value diminished and eventually lost."[4] Indeed, many geographical name in developing countries have been usurped outside the region or country concerned [5]. For this reason, it is imperative for Bangladesh to provide legal means to register GI for protection of Bangladesh potential GI. Moreover, the over expanding horizon of globalization is now affecting the pedigree of traditional practices and indigenous lifestyles. Protection of traditional GI through registration is an inevitable mechanism to prevent bio-piracy and similar unfair practices.

GI registration system in Bangladesh may hold economic benefit. GI is a form of Intellectual Property based on the 'territory', thus, it has the product- place link which makes GIs product more valuable. Therefore, without huge capital, GI products have competitive marketing tool as itself. In addition, since most of these GI goods or potential GI goods have their origin in rural areas, the increased sales of these goods as a result of protection under the GI Act has the potential to lead to enhanced income to the producers' communities and enhance to rural development[6]. As a developing country with a strong agricultural sector, artistry and traditional knowledge, GI law can be an extremely important public policy tool for economic development and the livelihood of farmers and skilled worked in the field [7].

3. Potential GI in Bangladesh

IPR are concentrated in developed countries- 97% of all world patents belong to rich countries, including 80% of those granted in developing countries [8]. When it comes to GI, the situation may not be different, in that GIs are not inventions with novelty, but recognitions at a point in time. Developing countries, therefore, have the potential for a more equitable distribution [9]. Bangladesh is rich in flora and fauna, culture and traditional outfits. Its flora and fauna, culture, and traditional knowledge very often contribute to manufacturing goods.

Following Table 1 shows Potential GIs which have its geographical origin in Bangladesh.

Product	Geographical Area
Tat (handloom) sari	Tangail
Dog	Sorail, B.baria
Jamdani sari	Narayangonj
Kancha Golla (sweets)	Natore
Chom Chom (sweets)	Porabari, Tangail
Rosogolla (sweets)	Jamtola, Jessore
Katan	Mirpur
Tiler Khaza (sweets)	Kustia
Hunny	Sundarban
Mango	Rajshahi
Lichi	Dinajpur
Doi (Yogurt)	Bogra
Roso-Malai (sweets)	Comilla
Nakshi Katha	Faridpur
Hilsha	Chandpur
Cuttery vogue rice	Dinajpur

4. GI and Bangladesh

Bangladesh has a considerable number of products/handicrafts which can be registered under Geographic Indication. There is enough official evidence to prove the above goods as products of Bangladesh. For instance, Bangladesh has been exporting Jamdani saris to India for many years. It indicates that the property right of Jamdani saris belongs to Bangladesh. None of the country's special products is protected under GI as yet due to the absence of a GI law in Bangladesh. The TRIPS agreement mandates a country to enjoy protection of GI at the international level only if it has GI protection under its national legislation. The Bangladesh Parliament passed 'The Geographical Indication (Registration and Protection) Bill 2013' on November 05, 2013 paving the way for registering distinctly unique products of the country.

India has already registered some traditional products of Bangladesh namely Jamdani Sari, Nakshi Kantha and Fazlee Aam (mango) as their own traditional products. Among the three products, only Fazlee Aam has a double heritage, both in Bangladesh and India. Concerning the rest of the two products, historical records are there to establish that these products originated in the place presently known as Bangladesh. As the GI Law is passed and some of our renowned products are already registered by India, Bangladesh needs to assert that Jamdani and other unique products having their historical, cultural and geographic roots to the soil of Bangladesh as its own, or else it would have to pay a fee to the Indian government to use the name of Jamdani and other names.

GI will help Bangladeshi producers differentiate the uniqueness of the products from similar competing products, establish brand and goodwill of local products, fetch premium price for such products, and increase sales/export by protecting reputation of the products.

In this regard it is to be mentioned that passing of the GI Act is not enough to protect our traditional goods under GI. More work and background research needs to be done by

Bangladeshi producers/associations willing to register their products under GI. The documents and product specifications required by the Indian authority to grant GI to Gir Kesar Mango could be a good source to understand the extent of background work needed. In getting Gir Kesar Mango of Gujrat registered under GI, Indian GI registration authority required information under nine categories including specification and description of mango, geographic area of production and map of the area, proof of origin (historical records), method of production and uniqueness of the product. Specification of the mango include a number of information such as height of the mango tree, fruit weight, fruit shape, skin weight as a percentage of total fruit weight, color of the fruit (during fruit development stage and when it is ripe), pulp weight, nature of juice (semi solid or solid), taste (sweet/sour), fruit maturity time (month/months' name), average yield of mango (in kg) per tree, shelf life of the fruit (e.g., days) and the biochemical parameters (acidity, Vitamin, sugar etc). Similar detailed description is also needed for other categories. This example shows that extensive evidence in support of GI claim is needed to be submitted to the GI registrar's office.

5. Role of the Private Sector

Any person, product association or a government organization can apply for a GI registration. Necessary supportive documents, historical accounts/evidence of origin of goods, detailed description of the product (for instance, in the case of mango, regularity in bearing, shape, color, size, taste, yield and resistance to disease and insects) including the delimited area of production have to be attached/detailed with the application.

It is the private sector entrepreneurs who have the knowledge, interest and organizational ability to collect such information. The producers of a certain GI product, for instance, Fazlee Aam producers, may form a GI managing group and gather all the required information/specifications

of the product through their Association. They can take the help of experts/product specific research institutes (such as Regional Horticulture Research Station (RHRS) at Chapainawabganj for Mango)/ Bangladesh Agriculture Research Institute (BARI)/universities in identifying product specifications of mango for facilitation of GI registration. Similarly, National Crafts Council of Bangladesh can assist in claiming GI for Jamdani/handicrafts. Similarly, for other unique products like Hilsha fish of the Padma, Jamdani Sari, Nakshi Kantha, Roshmalai of Comilla etc., the Associations will need to take the lead role in collecting necessary information/evidence and accomplish required formalities in order to claim GI. In their efforts, they may ask for assistance from the government, if necessary. These products will get recognition as intellectual property once they are registered under GI. Registration of Bangladesh's unique products would help protect our traditional items, create a genuine niche for development of agro-food industries, build country branding and attract premium price.

6. Understanding the costs and benefits of GIs

Producer groups or governments must first consider several economic and socio-political issues in deciding whether to undertake a GI recognition process and then which particular GI mechanisms to use or pursue. The costs of developing a GI extend far beyond the direct costs of actually filing for registration; there are greater indirect costs to consider and to weigh against the benefits. Likewise, the benefits can be more than just receiving a higher price for the product or service.

Table 2 offers the key categories to consider. Of course, these may or may not apply in all cases and are only indicative of the known possibilities.

Table 2: Typical costs and benefits of a GI

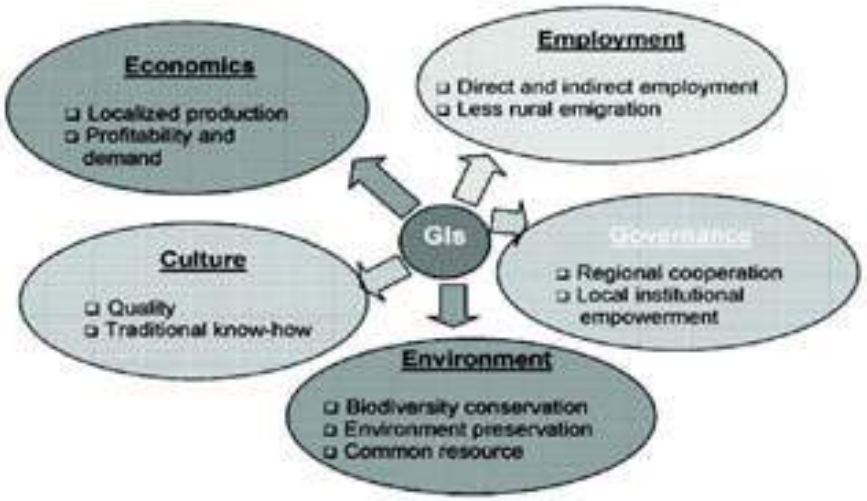

7. General benefits related to GIs

The popularity of GIs has increased in recent years and a host of benefits are attributed to GIs. Yet, many of these are conclusions based simply on observations and anecdotal information. Now, a growing body of research is more fully exploring the extent of these benefits.

Figure- 1: Potential Benefits of GIs

Costs	Benefits
01. Establishing domestic legal structure	01. Improved market access
02. Defining exact physical boundaries	02. Increased sales
03. Establishing the criteria and standards	03. Increased value/profitability
04. Local or domestic information-education	04. Assurance of qualities or characteristics and authenticity
05. Control and certification fees	05. Traceability
06. Marketing and promoting	06. Complementary effect on other products in region
07. Assessing and applying for protection overseas	07. Elevated land values
08. Infrastructure and production investments	08. Induced tourism
09. Adaptation to rules, methods, and specifications	09. Increased employment
10. Commercial or technology limitations	10. Increased differentiation or competitiveness as a "brand"
11. Vigilance and maintaining protection	11. Coalesced local governance
12. Administrative and bureaucratic costs	12. Socio-cultural valorization

8. The Economic Impact of Geographical Indications

It is important that developing countries consider carefully the potential costs and benefits. Indeed as

we have suggested elsewhere, we believe that comprehensive economic impact assessments need to be undertaken before any new IP-related obligations are introduced for developing countries.

The economic consequences for a developing country are difficult to assess. The main economic benefit of geographical indications would be to act as a quality mark which will play a part in enhancing export markets and revenues. But increased protection, particularly applied internationally, may adversely affect local enterprises which currently exploit geographical indications that may become protected by another party. Thus there will be losses to countries producing substitutes for goods that become protected by geographical indications. A proliferation of geographical indications would tend to reduce their individual value.

It has also been suggested that geographical indications may be of particular interest to a number of developing countries who might have, or might be able to achieve, a comparative advantage in agricultural products and processed foods and beverages [10] For these countries, seeking and enforcing protection for geographical indications abroad may have economic gains. However the costs involved in such actions, especially enforcement, might be prohibitively high. In addition, prior to seeking protection abroad, it is necessary both to develop and protect the geographical indication in the country of origin. Resources may need to be deployed to ensure that the required quality, reputation or other characteristics of the product covered by the geographical indication are developed and maintained. Effort will also be needed to ensure that the geographical indication does not become an accepted generic term, freely useable by all.

9. Economic Perspectives on GIs

Geographical indications are often lumped with trademarks among forms of industrial property. The relationship is close, for both are marks or expressions that guarantee the ultimate origin of a product. Thus, as a first approximation the economic literature on trademarks should apply with some force to the rationale for GIs.

The logic supporting registration of trademarks is that information is costly to acquire and asymmetrically distributed between consumers and producers. In the absence of legal means for excluding rivals from use of a distinctive mark, firms could not readily signal to consumers the identity of ultimate producers. As a result, the inability of consumers to assess the true quality of products on offer would eliminate some transactions in higher-quality goods, thereby reducing firm incentives to invest in quality. Put differently, in the absence of trademarks consumers would have higher search costs for finding quality of the desired level and, if they are risk averse in the presence of uncertain information, would consume less.

GIs may be expected to have some pro-competitive and pro-development features. Most importantly, they should induce firms within regions to organize innovation and production methods to achieve distinctiveness in flavor, color, design or some other characteristics. These characteristics then become the basis for national and global marketing that can increase rents per unit of product. It is evident that firms in developed countries may have an advantage in meeting these costs but if the profit potential is real it should be possible to organize them in developing economies as well. For their part, global consumers gain from lower search costs, greater choice and a deeper continuum of quality.

There are important differences between GIs and trademarks beyond the direct linkage with quality or reputation. Primarily, a trademark attaches to a firm regardless of its location. A GI designates a particular area, within which many firms may have rights to its use. Second, trademarks are exclusive to a firm but GIs are exclusive to an area. There is no necessary restriction on entry of firms into the area, implying that popular ones may become congested in a "commons" overuse of the joint property right.

10. Conclusion

Geographical Indications are generally traditional products, produced by rural communities over generations that have gained a reputation on the markets for their specific qualities.

The recognition and protection on the markets of the names of these products allows the community

of producers to invest in maintaining the specific qualities of the product on which the reputation is built. It may also allow them to invest together in promoting the reputation of the product.

Observed rural development impacts of Geographical Indications are: - a structuring of the supply chain around a common product reputation, - increased and stabilized prices for the GI product, - added value distributed through all the levels of the supply chain, - preservation of the natural resources on which the product is based, - preservation of traditions and traditional know-how, - linkages to tourism.

None of these impacts are guaranteed and they depend on numerous factors, including the process of developing the geographical indications, the rules for using the GI (or Code of Practice), the inclusiveness and quality of decision making of the GI producers association and quality of the marketing efforts undertaken.

Bibliographi

01. WIPO National Report, 2013, 118
02. Van Caenegem, William. "Registered Geographical Indications: Between Intellectual Property and Rural Policy-part I, (2003) p-3
03. Gorge Larson, Relevance of Geographical Indications and designations of origin for the sustainable use of generic resources, 2007, p-10
04. WIPO, Geographical Indications an Introduction, p-23
05. Denis Sautier, Estelle Bienabe, Claire Cerdan. Geographical Indication in developing countries, CAB International, 2011, p-141
06. Das, Kasturi. "Socio-economic implications of protecting geographical indications in India." Centre for WTO studies (2009)
07. Rangnekar, D (2010) 'The law and Economics of Geographical Indications: Introduction to Special Issue of The Journal of World Intellectual Property' p-77-80.
08. Wagle, S, Geographical Indications under TRIPS Protection Regimes and Development in Asia, p-2
09. Denis Sautier, Estelle Bienabe, Claire Cerdan. Geographical Indication in developing countries, CAB International, 2011, p-143
10. World Bank (2001) "Global Economic Prospects and the developing countries: Making Trade Work for the World's Poor," P- 143-144.

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Zohra Begum*

Copyright and Related Rights: Perspective Bangladesh

Copyright is a subject - matter of statutory protection of Intellectual Property in Bangladesh. It was originated from the British Copyright System and later on in 1962, a copyright ordinance amalgamating the different copyright laws which were existed at that time, was promulgated, namely, the Copyright Ordinance of 1962 (XXXIV of 1960). This Ordinance was administered up to 1999. After that, a new law contain different provisions in the line of international standard was enacted in 2000, namely, the Copyright Act 2000 (No 28 of 2000) and it is amended up to 2005. The copyright Act-2000 contains, among others, the subject - matters of the TRIPS agreement in respect of Copyright and Related Rights, computer programmers, Internet, databases, rental rights, broadcasting rights, performer's rights, phonograms rights etc. In 2006 the Copyright Rules was also enacted. Bangladesh has been extending co-operation with the World Trade Organization (WTO), World Intellectual Property Organization (WIPO) and UNESCO for enriching her Copyright system.

Like many other countries of the world, Bangladesh has been paying special attention to the development of copyright situation. The existing Copyright Act of the country will stimulate authors or creators of copyrighted works or materials by effectively protecting unauthorized uses, which are generally caused in the forms of piracy-bootlegging and neighboring rights, will improve to a great extent. The people of Bangladesh are now

* *Deputy Registrar of Copyright, Copyright Office, Ministry of Cultural Affairs. e-mail: zohra6700@gmail.com*

more copyright conscious than before. Writers, publishers, artists and authors of various categories of works are becoming acquainted with the National as well as International copyright systems. Publicity through newspapers and other electronic media is made, from time to time, for making the general public much more copyright conscious about its utility and benefits. As a member of the Berne Convention, Bangladesh enjoys all sorts of co-operation at international level in the forms of training, seminar, workshop, symposium and legal-technical assistance etc. in the field of copyright and related rights. Literary, musical, dramatic or artistic works, cinematographic works, sound recordings, broadcast, computer software, Internet, video-films and performances (computer program come within the definition of literary works and video films come within the definition of cinematograph films), and published editions of literary or artistic works. Copyright protection subsists for the life time of the author who creates the work plus 60 years after his death. In the case of Govt. works, musical records, cinematograph, films, photographs, works of international of local organizations, the term is 60 years after first publication. The term of protection for broadcasting right is 25 years. The term for the protection of performer's rights is 50 years.

The office functions under the immediate control of the registrar of copyrights. It is a quasi-judicial body. The jurisdiction of the office is the whole of Bangladesh. Copyright Office does mainly registration work, enforcement against piracy, awareness building, quasi judicial activities etc. Total sanctioned post of Copyright Office is 49 and number of employees presently working in the copyright office 30. Main problem is logistic support. Registration of copyright under the copyright Act is voluntary and not obligatory. The certificate issued by the registrar of copyrights constitutes prima-facie evidence of ownership of copyright. For registration, any person interested in copyrights may apply to the registrar of copyrights in the prescribed application forms available in the copyright office such as transfer or assignment documents etc. (in case of transfer of rights) and copy of original works etc, for entering full particulars in the registers of copyrights so maintained for the purposes by the copyright office. The copyright board consists of a chairman and not less than two or more than six members. The board acts as an appellate authority and is deemed to be civil court. The board hears the appeal submitted before it by an affected person for infringement of copyright. Copyright office earns 5, 55, 000/- taka revenue from copyright registration in 2014. The board is empowered to grant licenses to an applicant for translation and reproduction of a literary or artistic work. The judgment of the board is appeal able to higher courts. Recently the government of Bangladesh has re-organized the Copyright Board. This board consists of a chairman and six members. Copyright is transferable in Bangladesh. The transfer may be in the form of licenses of contrast. The owner of copyright may assign the copyright to any person either wholly or partially or subject to limitation and either for the whole term of copyright or any part thereof. The assignment shall be in writing by the assignor by his duly authorized agent. The Act includes some provisions relating to compulsory licensing for translation or reprint of foreign works as granted to developing countries by the two copyright conventions (Berne and universal conventions). The copyright board is empowered to hear application by Bangladesh nationals in this regard after giving an opportunity to the foreign copyright owners to be heard before finally deciding the questions. There are, of course, some conditions to be fulfilled by the applicant concerned for obtaining such a license. National treatment is provided in accordance with international convention like Berne Convention and Universal Copyright Convention to which Bangladesh is a party. Bangladesh is also a member of WTO and as such it complies with the TRIPS obligations for copyright matters. Necessary provisions have been included in the Act for the protection of foreign works in Bangladesh. Copyright shall not be infringed if a protected work is reproduced for the purpose of fair dealing, private use including research, criticism, review or reporting current events in newspaper or magazine, use of works for the members of Parliament and for teaching purposes in certain cases.

1. Copyright means a bundle of rights which include, among others, rights of production,

reproduction, distribution, translation, adaptation, broadcasting, recording, filming, rental of records, disks etc. The author or the creator of those works owns those rights and without his/her permission or consent no person is allowed to use such rights except certain cases under the Act.

2. Copyright in a work shall be deemed to be infringed

a) When a person without the consent of the owner of the copyright or without a license granted by such owner or the Registrar under the Act does anything for which the law confers the sole right on the owner of the copyright; or

b) Makes for sale or hire, sells or lets for hire, or by way of trade display or office for sale or hire; or

c) Distributes for the purposes of trade; or

d) Exhibits in public by way of trade; or

e) Imports into Bangladesh any infringing copies of the works.

Copyright piracy:

Bangladesh believed that piracy is an impediment in the way of development of education, science and culture and it, not only deters creative activities of a nation but also discourages the growth of publishing industries and investment thereof, relating to books, musics, films, arts, sound recordings and computer works etc. which are based on the protection of copyright and related rights and are essentially needed for the purposes of promotion of culture and education.

Collective Administration of Copyright:

The Act contains a number of provisions for collective administration of copyrights. It provides that there shall be copyright societies for administration of rights of various categories of right holders and in that case, right-holders of the owners of copyright will get opportunities to exercise their rights including collection and distribution of royalties, which will be greatly beneficial to authors/owners and thus it will promote creative activities in the country. We have one CMO in music field.

Importation of Infringing Copies:

The registrar, in collaboration with custom authorities is empowered to inspect any vehicle, ship, air-craft, dock or premises on the basis of a complaint lodged by the owner of a copyright or his duly authorized agent and can take action to prevent importation of illegal copies.

Remedies available under the Act:

1. Civil remedies: Every civil suit or proceeding regarding infringement of copyright shall be instituted and tried in the court of a district judge. An affected person may seek remedies by way of injunction, damages, and accounts and otherwise as are or may by conferred by law for the infringement of a right. The cost of all parties in any proceeding in respect of the infringement of copyright shall be in the discretion of the court. The owner of copyright shall be made a defendant if the infringement of copyright instituted by an exclusive license.

2. Offenses and Penalties:

Infringement of a copyright knowingly is a cognizable offense and a court of sessions is empowered to take cognizance of the offense under the Act. Any police officer not below the rank of a sub-inspector may seize without warrant all copies of the work and all plates used for the purpose of making infringing copies of the work including other actions under the Act. The infringement is punishable with imprisonment for a term, which may extend to taka two lakh and shall not be less than fifty thousand.

For infringing the maximum imprisonment term is five years but not less than one year and with fine, which may extend to taka five lakh but not less than one lakh.

Appeal to higher courts:

Any person aggrieved by an order or judgment by a lower court may appeal to higher courts of the country. Any person aggrieved by any final decision/order of the registrar of copyright may appeal to copyright board and any person aggrieved by any final decision or order by the copyright board may appeal to the high court division excepting certain cases.

Measures against piracy:

To protect piracy in Bangladesh following measures are going to be taken by Copyright Office. These measures are of two kinds: (1) General and (2) Specific.

1. General Measures (Mid Term)

a) Strengthening the Organization set-up and working capacity of Copyright Office;

b) Providing local and overseas training for officials of Copyright Office and other stakeholders.

c) Creating awareness among general mass and stakeholders though

i) Electronic media;

ii) Print media;

iii) Seminar, symposium, roundtable conference etc.

d) Computerizing the Copyright Office in all respects.

e) Enhancing the communication net-works in various ways.

f) Opening branches of Copyright Office in all Divisional Head Quarters of Bangladesh.

g) Providing infrastructure facilities for Copyright Office.

h) Introducing a website displaying the prevailing copyright situation in Bangladesh.

i) Translating the Copyright Act-2000 (Amended-2005) and Copyright Rules 2006 in English (by this time it has been translated).

j) Technical Assistance from WTO (TRIPS Agreement), WIPO and UNESCO.

k) Developing easy reading materials in Bengali for the target group.

l) Proposing a separate Court for dealing with copyright and IP matters.

2. Specific Measures (Short Term)

a) Formation of a task-force with representatives from concerned quarters to stop piracy.

b) Formation of Copyright Societies in different sectors.

c) Procurement of modern equipment for identifying and detecting pirated items.

d) Conducting anti piracy dive in Dhaka and other important areas of the country.

e) Distributing the Bengali version of Asian Copyright Hand Book (10,000) among concerned individuals and quarters.

We feel that the copyright situation in Bangladesh will improve significantly if we implement the specific measures immediately. We may expect enduring results by implementing general measures in a gradual manner. Both the public and private sectors should cooperate closely to achieve our desired goal. Bangladesh has been paying special attention to the development of copyright situation. Publicity through newspapers and other electronic media is made, from time to time, for making the general public much more copyright conscious about its utility and benefits. Government is taking measures against piracy. Cautionary notices are being repeatedly published in a number of daily newspapers highlighting the existing laws on piracy. Any police officer not below the rank of a sub-inspector may seize without warrant all copies of the work and all plates used for the purpose of making infringing copies of the work including other actions under the Act.

3. Enforcement against Copyright infringement:

Investigation against piracy, a leading CD producer of the country WORLDCOM LIMITED has been found guilty of making pirated CD and DVD. The pirated CDs were seized and two of their employees were arrested. FIR has been made against the company. Our taskforce played a fruit full role in Bangla academy Book fair.

4. List of enforcing authorities:

According to Bangladeshi Copyright Act Police is empowered to seize all kinds of infringing materials. At the same time the government has made a 15 (fifteen) members copyright taskforce headed by one Joint Secretary of Ministry of Cultural Affairs. If anybody informs the team about piracy or such kind of violation of copyrights, the team acts accordingly. In the bordering area Customs, BGB and Police is responsible for look after the mater.

5. Enforcement against illegal downloads of copyright materials that pass through the internet and ISP liability provisions:

Actually, till today Copyright Office, Dhaka did not receive any complaint on the sand issue.

6. Difficulties faced in enforcement in the digital environment and suggested solutions:

We think that Bangladeshi Copyright Act is very much useful to face the challenges and demand of the time. But our people are not enough aware about piracy and Internet related illegal downloads of copyright materials till now. For this reason, there might be some violation, but due to lack of proper knowledge they do not frequently come to the court, police or any other law enforcing agency.

Our government is very much aware of copyright related aspects. The Ministry of Cultural Affairs is actively trying to educate the people those who are involved in creative and copyright oriented activities, which is stated before. We think in near future we will achieve better and fruitful results.

References :

1. Copyright Act, 2000 (Amended in 2005)
2. Jill Gilbert, the entre preneunar's guide to patents, copyrihts, trademarks, trade secrets & licencing.
3. Prof. Daniel Gervais (eds.) Collective Management of Copyright and Relatd Rights.
4. www.wipo.int

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Md. Nazrul Islam*

Intellectual Property Management & Result Based Action Plans- (Bangladesh Perspective)

At present efficient & effective Intellectual Property (IP) Management & Result based Action Plans are the most vital elements for the economic growth of a country. Behind it innovation and novelty is the prime driving force. But it is a matter of regret that all LDCs are lagging behind in these crucial areas. LDCs have often not been able to move beyond outdated technologies that characterize their production processes and outputs. WIPO & Istanbul Declaration and Program of action for the LDCs -2011 have been given more emphasis on it . It is very crucial for Bangladesh because as a member of the LDCs, Bangladesh is now on the way of becoming a mid-income level country and have been facing multiple crises and emerging challenges.

What is IP management and how it differs from the general management:

In this context it is relevant to mention here the meaning of IP.

IP means the creation of human mind, the human intellect and includes inventions, literacy, scientific and artistic works and symbols, names and images used in commerce. IP covers Patents, Copyrights, Trademarks, Service marks, Industrial designs, layout-Designs of Integrated Circuits, Geographical Indications of Goods including appellations of origin.

Management: The verb manage comes from: Manus (latin word) ⟶ Maneggiare ⟶ (Italian word) ⟶ Manage ⟶ Management (English)

* *Deputy Sectary (Govt. of Bangladesh. Now working in DPDT as Deputy Registrar (WTO &Int. affairs) Ministry of Industries.*

Experts of this area define Management in many ways but all the definitions Carry more or less almost the same weight and meaning. Generally Management may be defined as the process of dealing with or controlling things or people. It is deemed as the process of getting tasks done efficiently by getting the help of other people.

More elaborately, Management is the organizational process that includes strategic planning, setting objectives, managing resources, deploying the human and financial assets needed to achieve objectives and measuring results. It also includes recording and storing facts and information for the later use of others within the organization.

Management & Leadership: Management is highly dependable on leadership. Leadership quality plays the key factor for it. For acquiring good leadership quality needs education and training.

How IP Management differs from the General Management: IP Management is more or less like the general management but It has some additional fields which include enhancement of invention/innovation of industrial properties by R&D, its protection by enforcement of IPRs, making forward & backward linkage, its commercialization etc and to make balanced IP legislative, regulatory and policy frameworks guided by WIPO development agenda and to follow the international laws, agreements or conventions obligatory to a member country of WTO & WIPO.

From the practical perspective very core part of IP management is the protection of IPRs by examination of patent applications or applications regarding industrial properties and granting patent or provide registration and awarding certificate of industrial properties like Trademarks, Service marks, Industrial Designs etc. It's management is not limited within the organization rather it is an international one. It needs to follow the international classifications and have International protection of IPRs.

Building Respect for IP for Effective IP Management: Building respect for IP and to ensure protection of IPRs guided by the WIPO Development Agenda(45 Recommendations of WIPO-2007) systematic and effective co-operation and co-ordination among the member counties of WIPO is required. Showing respect for IP actually means its protection from piracy and infringement. In fact respect for IP is directly proportional to the rule of law of a country. The country which possess high grading values and good governance have the more ability to protect IP from piracy and infringement.

Result Based Action Plans (Planning, Monitoring and Evaluation):

An Action Plan is a plan for how to improve a program and Result Based Action Plan means a plan formulated for achieving some goals. For finalizing a Result Based Action Plan, the concept SMART goal and SWOT analysis is now deemed to consider as a part of the planning process.

The words SMART and SWOT stand for:

S-Specific,	S-Strengths
M-Measurable	W-Weaknesses
A-Achievable	O-Opportunities
R-Relevant, Realistic	T-Threats
T-Time bound.	

SMART goal is for Planning, Monitoring and Evaluation and SOWT analysis saves an organization from a lot of problems later on.

Using a team approach: It's common to use a team for writing action plans. It may be best if team members think about the questions and issues on their own ideas. Get a wider variety of ideas,

reduce group think and end up with a stronger plan. To get more input it may be chosen input from program youth, staff or partners that come up through the action plan process.

Contribution of IP to employment and GDP: Intellectual property rights have intensive industrial contribute to economic performance & employment in the European Union. Industry level Analysis Report September-2013 shows that IPR-intensive industries contribute 26% of employment and 39% of GDP in EU. Also 88% of EU imports consist of products of IPR-intensive industries. It becomes possible to them only for their effective and efficient IP management.

Results, Frameworks for IP management (results, Indicators, baselines and targets):
To identify Indicators baseline survey is the main basis and fixing targets and time frameworks are the basis for a Result Based Action Plan. Assessment of performance without baselines and targets become meaningless. So to formulate at least 1(one) Key Performance Indicator (KPI) is needed for the expected results.

KPI: KPI can be quantitative as well as qualitative and should have the criteria to measure the results.

Proxy Indicators for IP management: When data is not available or is too costly to collect for certain indicators, it may be necessary to use proxy indicators.

Proxies are 'as close as we can get' substitutes for genuine indicators.

Result Based Action Plans by Department of Patent, Designs and Trademarks (DPDT):

Meanwhile DPDT has taken some initiatives in IP management and adopted some Result Based Action Plans. Now the activities of DPDT have got a tremendous momentum. Some areas of time bound Result Based Action Plans adopted by DPDT are mentioned below:

Name of the Program	Time frameworks	Expected Results
IP Awareness building program, conference, workshops etc throughout the country Upto District headquarters	2017 AD	Awareness will be built among the stakeholders
Access to Online Registration service program	2015 AD	Quick service delivery will be ensured and harassment will be reduced
Program for updating the existing and formulation of new Acts and Rules eg; Formulation of trademarks and GI rules	2015 AD	Enforcement of IPRs will be ensured
Establishment of Technology and innovation support centre (TISCs)	2015 AD	Basic services from TISCs will be provided as an access to online Patent databases and non-patent(scientific and technical) resources.
Fiscal Year Targets for granting Patent and registration of Industrial Designs and Trademarks: Patent-300, Industrial Design-3000 Trademarks -6000	2014-2015 Fiscal Year	Achieving target at the end of the Fiscal Year.

From the aforesaid Result Based Action Plans DPDT will be able to complete their long pending works and stakeholders will be provided better services and to a greater extent accoutability and transparency will be ensured.

From the above points of views it is now evident that the Result Based Action Plans have marvelous administrative cohesive force for efficient and effective Management of an organization.

Conclusion: Creativity makes the leadership and it is the secret power of a state to make it to hold the stearing of world leadership. It should not be forgot that even a single invention/innovation of an Industrial property and its commercialization may change the overall scenario of a country. Specially it is applicable for BANGLADESH as a member of the LDCs. Contribution of Intellectual Property Rights intensive Industries is very high in the developed countries for their economic growth. So top priority should be given in IP Management and Result Based Action Plans because it is the most effective way for achieving a goal.

A high level steering committee Headed by PM may be formed and It is also important to facilitate co-operation and collaboration between research institutions and business entrepreneurs for promoting IP development.

Formulation of National IP Policy, increased Budget Allocation in IP sector and effective IP management may be the weapon for development of Bangladesh and the Ministry of Industries will have to come forward to take the leadership for synergistic activity in this field and the nation will be highly benefited at the end.

References: *(1) Becoming a successful Manager :by Robert Parkinson (2) Webstar's Dictoinary (3) Istambul Program of Action-2011 (4) WIKIPEDEA (5) WIPO Training Schedule -2014 (6) WIPO Development Agenda-2007.*

- প্রতারণামূলক মার্ক ব্যবহার দন্ডনীয় অপরাধ।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Mirza Golam Sarwar*

Moving from Imagination to Patent!

Use your imagination, knowledge and enthusiasm to become part of a new generation of innovators. Improve our world with your inventions!

Do you need a better product than that which you can find on the market?

Invent it!

But how do you make your idea to come to a reality?

Ask yourself these questions:

- What problem does my invention solve?
- How does my invention actually work?
- Who is my target audience?
- How is my invention different from others?
- How much money will I need to produce my invention?
- Potential investors would be attracted?

What types of inventions can be patented? You can secure a patent for a process, machine, article of manufacture, composition of matter or an improvement upon any of these existing products.

In addition, your invention must provide some utility to society, must not be offensive to public standards of morality and must be novel, non-obvious, adequately described and claimed by the inventor in clear and definite terms.

Conducting a Patent Search. Patent searching

* *Examiner (Patent), DPDT, Ministry of Industries. e-mail: srwar_in@yahoo.com*

is a tedious process and it requires extensive searches through online about 90 milions patent databases dating back to 1790.

You may ask for help of a patent attorney or agent to help you to conduct your search. Alternately, conduct a patent search online. It will take you between 25 and 30 hours to complete a patent search in most cases.

Think of all possible ways of describing your invention. Write a list of all the words you can possibly think of to adequately explain what your product does, who it affects, what problem(s) it solves, etc. Having this list pre-written will help you decide what terms to search for in the online database.

Filing a Patent Application. Drfating a specification is laborious and expensive. If you choose to hire someone to help in preparing your patent application, employ a patent attorney or agent and make sure that attorney has thorough knowledge of patent procecution.

Alternately, you can file your application by yourself. A Patent application should be accompanied with the following documents- (Perspective: DPDT)

- A forwarding letter addressed to the Registrar of the Department of Patents, Designs and Trademarks.
- Duly filed in prescribed form (Form-1 or 1A / 2 or 2A as the case may be)
- Bank draft or duly filled in chalan form of Tk. 2,000/- (Two thousands) only in case of ordinary application having specification of 25 pages and 10 claims. More than 25 pages and 10 claims each page and each claim will be charged at Tk. 100/- (One hundred) only;

Visit http://www.dpdt.gov.bd/site/page/22c86062-2c81-4d84-bdd2-abfc8d9a7edc to find out what the current patent fees are.

- In case of priority application application fee is Tk.10,000/- (Ten thousands) only for 25 pages of specification and 10 claims. More than 25 pages and 10 claims each page and each claim will be charged at Tk. 100/- (One hundred) only.
- One set of drawing sheets (if any) in tracing paper with duplicate in photocopy.
- Complete specification two sets (in Form 3A)

Specification is a written document that outlines the invention description and claims. You may make several claims in this document as long as they are different from or build upon a previous claim. The specification should include the following sections in the following order:

- Title of the invention provided on a cover sheet.
- Field of Invention
- Background of the invention, including the origin of the idea.
- Cross references to related patented inventions (if applicable).
- Description of any drawing or diagram provided.
- Detailed description of the invention.
- Claim of the invention
- Abstract of the disclosure.
- Sequence listing (if applicable).

Make sure your documents are in the specified format and written in English.
Submit the required documents in a single packet at the same time. You will receive an application number and a filing date after you submit your materials. The filing date will be regarded as the date DPDT receives your application.

Wait for evaluation your application. After an application is filed, the respective examiner conducts patent search to check for duplicates and conflicting inventions.

During examination, the examiner will typically ask for clarification of your invention or for a narrowing of the scope of protection sought. In addition, there is no guarantee that any application will eventually be granted as a patent. The examination process will vary in duration depending on the nature of your invention and laws of different patent offices.

During the examination phase of your application, you may try to sell or exploit your invention without fear of losing any rights to the invention.

Pay sealing fees. If your patent application is accepted by the Patent ofice, you will be sent a Notice of Allowance and Fee(s) Due and the application is sent to Bagladesh Gadeget for publication. Pay the fees within 24 months from the date of filing the patent application to avoid having your application abandoned.

Receive your patent. After the payment is received and the expiration of three months from the date of publication, you will be issued a Letters' Patent as soon as possible.

Enjoy the the right to exclude others from "making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the Bangladesh or importing the invention into the Bangladesh." You can now manufacture your invention without fear of your idea being stolen for 16 years, depending on continuation of anniuty.

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

Intellectual Property Regime: Perspective Bangladesh

Muhammad Ferdoush Hassan*

It is generally assumed that in the era of new international economic order survival depends largely on the stress given to creating an environment conducive to exploiting fully the intellectual property. "Intellectual property" refers to creations of the mind such as Patents, Trademarks, Designs, copyright, geographical indication, utility model etc. Intellectual Property Right (IPRS) helps to encourage creativity and innovations and makes for orderly marketing of proprietary goods and services. Human capacity and scope for creativity and innovations is limitless and the potential is endless. To sustain growth, profit and market share and to move up the value chain, companies need to emerge technology leaders by developing resources in research and R & D and innovation process.

The knowledge based economy emerged as a result of knowledge and sophisticated technology applied to economic development. The significance of relation between knowledge and economy is felt in the new international economic order where the incorporeal properties overweigh the tangible properties. A country having technology, knowledge, information and skilled man power would survive and be successful in the knowledge based world. The developed countries are at advantageous stage as an early starter and playing dominant role where developing countries are facing obstacles in technology acquisition.

* *Examiner (Trade Marks) DPDT, Ministry of Industries, e-mail: f.shohan@yahoo.com.*

Business and commercial linkage of creations and innovations are becoming important in the multilateral trading system. Developed countries with high technological base and strong intellectual property (IP) regime are possessing progress faster than developing countries. On the other hand, LDCS in general and Bangladesh in particular could not gain much from the knowledge based world because of insufficient IP infrastructures. They are however, keen to develop their R & D facilities. At the same time, they are badly in need of technical & financial support to benefit from global innovation and technological development.

We know intellectual property has two branches- i. Industrial Property e.g. Patent, Design, Trademarks, Geographical Indication (GI) and ii. Copyright. The Government of Bangladesh is committed to the protection and for that matter to the enforcement, of the rights of the IP holders. With this end, it has undertaken several measures to strengthen the IP system in Bangladesh. Due to importance of IPR and to strengthen IP system, we have already enacted GI Act 2013. Moreover Patent Act 2014, Design Act 2014, Patent Rules 2014, Design Rules 2014, Trademark Rules 2014, GI Rules 2014 are under process. It is pertinent to mention that to make easier and quick IP service system in Bangladesh we have already introduced Industrial Property Automation System (IPAS) through which all existing records and files are kept in database. In the near future to cope with the international standard we are planning to introduce online application system regarding IP registration.

Bangladesh Government is rapidly taking steps towards establishing itself as a mid-income country by 2021. Socio-economic indicators demonstrate that Bangladesh is a strong emerging economy and a culturally enriched nation. This emergence has been gradually recognized worldwide and the international media has reported that Bangladesh may surpass some western countries by 2050. These rapid developments have been fueled by the relentless entrepreneurship of locals, government policies, and increased availability of technology, creativity and artistic works.

Few months ago, DPDT with the aid of WIPO established "Technology & Innovation Support center (TISC)" taking this into account for the establishment of a general IP Information Center for public use which will provide information on Trademarks, Patent, Industrial Design and Copyright

The promotion of IP is very important for many reasons. The development of civilization rests on its capacity for new innovations in the arena of technology and culture. The legal protection of these new innovation enhances the expenditures of additional resources which may lead to further innovation.

In order to promote the IPR regime more effectively, there is an urgent need to integrate existing Intellect property offices under one umbrella organization namely "Bangladesh Intellectual Property Office (BIPO)". Where IP training, IP activities relating to all fields having separate functional wings for Patents, Trademarks, Designs Copyright, utility model, Geographical Indications etc and related rights, enforcement Issues as well as development and promotional activities should be administered.

Our country can benefit much from the promotion of intellectual properties and the desired dream to establish a digital Bangladesh in 2021 may come true, only when the IP potentials of our people can be exploited to its maximum respecting ICT Infrastructure Digital governance, Internet accessibility and last but not the least proper IPR. Based on these components, we need to adopt a holistic approach in designing a roadmap for digital Bangladesh.

সংগীতে মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

শাহনাজ নাসরীন ইলা*

গান বাঙালির প্রাণ। বাঙালির প্রাণ আছে তাই গানও আছে। পৃথিবীর আর কোন জাতি তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এভাবে গানকে আত্মীকৃত করে নিতে পারেনি। সুখে-দুঃখে, কর্মে-অবসরে, সঙ্গে-নিঃসঙ্গে, সংকটে-উৎসবে, আধ্যাত্মিকতায়-নাস্তিকতায়, শান্তিতে-সমরে প্রতিটি ক্ষেত্রেই গান বাঙালির নিত্যসঙ্গী। বাঙালির অন্য বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় আর যাইই থাকুক না কেন, তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হল বাঙালি গান প্রেমী। সেই সঙ্গে রয়েছে তার অতুল ঐশ্বর্য বাংলাগানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। বাংলাগান কোন সীমায় আবদ্ধ নয়। এই গান প্রচলিত প্রায় সব ধরনের গানকেই শুধু নয়, বিদেশী সংগীতকেও সাদরে গ্রহণ করেছে। বাংলাগানের শ্রোতারাও কোন আঞ্চলিকতায় আবদ্ধ নয়। যে কোন ভাষায় বা দেশের সংগীত, বাঙালি শ্রোতার কাছে সমাদৃত। বাংলাভাষার অসাধারণ সুরধ্বনি মাধুর্য এবং বাঙালির গভীর সংগীতবোধ ভিন্ন ভাষার কণ্ঠশিল্পীকেও আকর্ষণ করেছে বাংলাগান গাইতে। বাংলাগান প্রধানত দুটি ধারায় প্রতিষ্ঠিত: মার্গ সংগীত এবং দেশী সংগীত। দেশী গানকে গবেষকদের মতপার্থক্যে কখনো পল্লীগীতি, লোকসংগীত আবার কখনো আঞ্চলিক গান বলা হয়। মার্গীয় সংগীতকে শাস্ত্রীয় সংগীত বা কাসিক্যাল মিউজিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ দুটি ধারা আবার অসংখ্য আঙ্গিকে শ্রেণিবিভাজিত। লোসুরের চলনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর নমুনা বা শাস্ত্রীয় সংগীতে লোকসুর বৈশিষ্ট্যের প্রভাব চিহ্নিত করা যদিও সহজ সাপেক্ষ, কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীত যেমন কখনোই লোকসংগীত হতে পারে না, লোকসংগীতও শাস্ত্রীয় সংগীতের শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত হতে পারেনি। লোকসংগীতের প্রধান বিভাজনে যেমন ভাটিয়ালি, সারি, ভাওয়াইয়া, তরজা, গম্ভীরা, বাউল,

*সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জারি, ধামাইল, চট্‌কা, কীর্তন, ভজন, শাক্ত, ঝুমুর, হোলি ইত্যাদি; অন্যদিকে শাস্ত্রীয় সংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, তারানা, ধামার, ঠুমরি লক্ষনীয়। অবশেষে আধুনিক গানে এসে দুই ধারার সম্মেলন ঘটেছে।

সংগীতের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে দেশীয় ভূমিপুত্রদের হাত ধরে। শাস্ত্রীয়সংগীতের ক্রমোন্নয়ন ঘটেছিল মুসলমান কলাবন্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু বাংলাগানের উন্মেষ ঘটলো সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাংকেতিক সাধন পদ্ধতি, চর্যাপদ বা চর্যাগীতির মাধ্যমে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এরপর প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বাংলাগান পরিণত হতে শুরু করে। বারো শ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতেরো শ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচশো বছরে চর্যাগীতির সঙ্গে সংযোজিত হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি, মঙ্গলগীতি এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কীর্তন। পরবর্তী দুশো বছরে সংখ্যায় বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বেশ কয়েক প্রকার ব্যক্তিসৃষ্ট বাংলা গান তৈরি হল (কবিগান, টপ্পা প্রভৃতি)। বাংলা গান মূলত কাব্যপ্রধান। এই গানে বাণীর মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত। কথা ও সুরের মধ্যে সমন্বয় সাধনই বাংলা গানের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলা গানে কথা ও সুর নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বাণী ও সুরের মেল বন্ধন সপ্তদশ শতক থেকে শুরু হলেও পরিণতি লাভ করল রবীন্দ্রনাথের গানে এসে; অসামান্য নৈপুণ্যে, প্রচলিত প্রায় সব ধরনের সঙ্গীতসহ বিদেশী সঙ্গীতকেও আত্মস্থ করে। নিজস্ব আঙ্গিক ও শৈলীতে সৃষ্টি হল অসংখ্য মৌলিক বাংলা গান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি, মঙ্গলগীতি, পাঁচালী গান, টপ্পা, আখড়াই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলামের গান, গণসংগীত, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের গান থেকে শুরু করে হাল আমলের বাংলা ব্যান্ডের গান বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলছে।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সংগীতের ক্ষেত্রে অনেক রকম নবীন ভাবনা ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। যাকে বলে সংগীতের সংরক্ষণ, নবরূপ প্রণয়ন ও প্রচার; এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিক উদ্যোগে এই শতাব্দীতেও ব্যাপকভাবে ও সম্মেলক উৎসাহে জেগে উঠেছিল। তার ফলাফলও বাংলাগানের পক্ষে সৃষ্টিশীল ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। সমাজ পরিবর্তনের সাথে গানের এই ইঙ্গিত নতুন কিছু নয়। সবদেশেই নতুন গান ও সংগীতের তত্ত্ব জেগে ওঠে দেশকালের নবীন আকাঙ্খা থেকে অর্থাৎ শিল্পী ও শ্রোতার যৌথ চাহিদায়। সেই কারণেই একদা ইউরোপীয় নবজাগরনের সূত্রে সংগীত মুক্তি পেয়েছিল রাজতন্ত্র ও চার্চের আওতা থেকে ব্যক্তিতন্ত্রে। যোহান সিবাস্টিয়ান বাখ থেকে শুরু করে হ্বাগনার, বেটোফেন পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংগীতে এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলেছে। তার মাঝখানে লেগেছে জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের অন্তর্মনা গভীরতা ও সৌন্দর্যরহস্য। আত্মস্থ দৃষ্টিতে বোঝা যায় একই সময়ে উন্নত বিশ্বমন চাইছে ডারউইনের তত্ত্বে মানুষের ক্রমবিকাশের সূক্ষ্মসূত্র বুঝতে, ফ্রয়েডের ভাবনায় অন্তর্মনের তরঙ্গসংকুল জট খুলতে এবং পিয়ানোর অনুপুঙ্খ সুরের চাবি দিয়ে মানব হৃদয়ের না বলা বাণীকে ব্যক্ত করতে। এসবের একটাই লক্ষ্য: আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রকাশ।

বাংলাসংগীতের এই আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রকাশের আকুতি বিশেষভাবে যে উনবিংশ শতাব্দীতেই জেগে উঠেছিলো সে তো ঐতিহাসিকভাবে সত্য। তার মূলে নবজাগরণ না ইংরেজ-সংস্পর্শ, হিন্দুমেলার প্রেরণা না

নাট্যমঞ্চের চাহিদা, ব্রহ্মধর্মের উপাসনার ধরণ না নিছক নান্দনিক সৃজন তা নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। সংগীত স্রষ্ঠারা তৈরি করতে চেয়েছিলেন নতুন বাঙালির জন্য গান, সেই গান রূপায়নের জন্য যন্ত্রানুষঙ্গ এবং তার প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য স্বরলিপি ও পত্রপত্রিকার আশ্রয়। এই সময়েই বাঙালি সংগীতকারগণ প্রাদেশিক ও মার্গসংগীতিধারা সমীকরণ করে তৈরি করতে চেয়েছেন বিশিষ্ট রূপবন্ধ ও গায়ন, মেলাতে চেয়েছেন দেশি-বিদেশি যন্ত্রের স্বভাবকে, সৃষ্টি করেছেন নতুন তাল। গানের ভাবকেও নানা বৈচিত্র্যে ও নিরীক্ষায় স্বতোশ্চল রেখেছেন গীতিকারগণ।

সংগীত গুরুমুখীবিদ্যা। প্রাচীনকালে গুরুশিষ্য পরম্পরায় গুরুগৃহে এই বিদ্যা চর্চা করা হতো। সময়ের দাবীতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল, আমাদের সংগীত জগৎ ব্যবসায়ীদের দখলে এবং সংগীতের আদর্শ হচ্ছে গ্রামফোন রেকর্ড, সিনেমার গান এবং বেতারে প্রচারিত গান। এছাড়াও গুরুগৃহের বা তপোবনের সংগীত শিক্ষা আজ শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসূচিতে (Academic Curriculum) আবদ্ধ হয়েছে। সাংস্কৃতিক এই ভিন্ন পরিবেশে সংগীতের সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ নিরূপন সেটি ভিন্ন বিষয়। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, সংগীত এখন নিছক আর বিনোদনের মাধ্যম নয়। বর্তমান কালে সংগীতকে Music Industry বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। যার নেপথ্যে রয়েছে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ছাড়াও Computer, Arranger, Recordist, Producer, Marketing ইত্যাদি বিবিধ বিষয়। সুতরাং সংগীতের পেশাগত মনোন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম দরকার সামাজিক Motivation । কেননা আমাদের দেশে Music Industry Concept এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর পরই আমরা সংগীতের মেধাসত্ত্ব অধিকার বা অধিকার চর্চা কিংবা সংগীতের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলোর একটা সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন এবং এর সার্থক প্রয়োগ করতে সক্ষম হবো। পৃথিবীর সব দেশেই সংগীতজ্ঞ, লেখক, শিল্পী, উদ্ভাবকের প্রভূত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের জন্য মেধাসত্ত্ব অধিকার রয়েছে। সারা পৃথিবীতে সৃজনশীলক্ষেত্রে Intellectual Property Right(IPR) বা মেধাসত্ত্ব অধিকার অতি পরিচিত প্রত্যয়। বাংলাদেশেও এটি নতুন নয়, তবে এর প্রকাশ বা পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ করেনি। যদিও আমাদের দেশে IPR এর জন্য আইন আছে, তা সত্ত্বেও প্রয়োগের অভাবে প্রতিনিয়ত এই আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। নানা উপায়ে পাইরেসি হচ্ছে। সচেতনতার অভাব ও আইনী ফাঁক থাকার কারণে আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কপিরাইটের অনুপস্থিতিতে IP মালিকদের অসচেতনতা, মুল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদিকে IPR লঙ্ঘনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

মেধাসত্ত্ব অধিকার কি?

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বলতে এমন এক ধরনের বিশেষ সম্পদকে বুঝায় যা সাধারণত দৃশ্যমান নয়। জেরেমি ফিলিপস ও এলিসন এর মতে, "বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের দুটি অর্থ আছে। প্রথমত এটি দ্বারা মানুষের মেধাশক্তির সকল ফলকে বুঝায় যেমন, কনসেপ্ট, ডিজাইন (নকশা), আবিষ্কার, কাব্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, এটির মাঝেই রয়েছে সুনির্ধারিত অধিকার যা এককভাবে উদ্ভাবনকারীর জন্য সংরক্ষিত।" বৃহদার্থে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বলতে কতকগুলো ক্ষেত্রে আইনসংগত অধিকারকে বুঝায়। যেমন- সাহিত্যকর্ম, শৈল্পিক কিংবা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিকর্ম, শিল্পীর নৈপূণ্য, সুর, গায়কী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পের নকশা, ট্রেডমার্ক, বাণিজ্যিক নাম ও উপাধি ইত্যাদি। এরই সমর্থনে ম্যানসফিল্ড (১৯৮৫) সহ কয়েকজনের বক্তব্য হলো "মেধাসত্ত্ব আইনে প্রকৃত মালিক দৃশ্যমান নয় এমন কতকগুলো সম্পদের জন্য বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। যেমন- সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, অবিষ্কার ও উদ্ভাবন, প্রতীক, নকশা, ইত্যাদি"। বাস্তবে ভোক্তা যেন আসল পণ্যটি মূল মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে ব্যবহার করেন এটাই হচ্ছে মেধাসত্ত্ব অধিকারের মূল প্রতিপাদ্য। বর্তমান আইনী প্রক্রিয়ায় মেধাসত্ত্ব অধিকার অন্যান্য সম্পদের অধিকারের মতই। সাধারণত কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট ও মেধাসত্ত্ব দুই ধরনের: (১) শিল্প কারখানার সম্পদ এবং (২) কপিরাইট। আবিষ্কার, ট্রেডমার্কস, পেটেন্ট ও বাণিজ্য গোপনীয়তা ইত্যাদি হচ্ছে বানিজ্যিক সম্পদ। আর কপিরাইটের মধ্যে আছে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড যেমন, সংগীত, নাটক, উপন্যাস, চলচ্চিত্র, শিল্পকর্ম ইত্যাদি আর্টিস্টের পারফরম্যান্স, প্রডিউসার এবং রেডিও টিভিতে প্রচারিত অনুষ্ঠান কপিরাইট অধিকার লাভ করতে পারে।

World Intellectual Property Organization (WIPO) কনভেনশনের ২৭নং অনুচ্ছেদে Artistic Production -কে মেধাসত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্যারিস কনভেনশনে এবং ১৮৮৬ সালের বার্ন কনভেনশনেও মেধাসত্ত্বের স্বীকৃতি রয়েছে।

পেটেন্ট: কোন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট হল সংরক্ষিত অধিকার। পেটেন্ট, উদ্ভাবককে তার সৃজনশীল কাজটির স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ইনসেনটিভ দেয়। এই ইনসেনটিভ মূলত ব্যক্তিকে নতুন নতুন উদ্ভাবনে উৎসাহিত করে। পেটেন্ট, কোনও উদ্ভাবকের অধিকার এমনভাবে নিশ্চিত করে যেন তার পেটেন্ট করা পণ্যটি অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে কি পারবে না, সে সিদ্ধান্ত তিনিই গ্রহণ করতে পারেন।

ট্রেডমার্ক: ট্রেডমার্ক কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর উৎপাদিত পণ্যের স্বতন্ত্র প্রতীক বা চিহ্ন। ট্রেডমার্কের মাধ্যমে মালিক তার পণ্যকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে বিপণনের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করেন।

কপিরাইট: কপিরাইট হলো শিল্পী বা লেখকের অধিকার যা তার মৌলিক সৃষ্টিসম্ভারকে সংরক্ষণ করে। এই সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে- সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু যেখানে ভাবনার বহিঃপ্রকাশ সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে ঘটে। কপিরাইট অনুযায়ী, স্বত্বাধিকারীর পূর্বানুমতি ব্যতিত তার সৃষ্টি কর্ম নকল বা পরিবর্তন করা যায় না।

কপিরাইট বিধিসমূহ লেখক, শিল্পী কিংবা কোন সংগীতজ্ঞকে তার অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কপিরাইট আইনের অধীনে অন্য কোন পণ্য ব্যবহার করতে চাইলে কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর সম্মতি নিতে হবে অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী চূড়ান্ত কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করবেন।

কপিরাইটের গুরুত্ব:

কপিরাইট আর্টিষ্ট, লেখক, সংগীত এবং বিজ্ঞানীদের জন্য অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। কারণ, কোনও ব্যক্তি যাতে নকল করে অন্যের পণ্য বা সেবা গ্রহণ করতে না পারে কপিরাইট তা নিশ্চিত করে। কোন লেখা প্রকাশ, পুনউৎপাদন, বিক্রয়, হস্তান্তর করার একচ্ছত্র অধিকারটি কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর জন্য সংরক্ষিত। আর্থিক লভ্যাংশও মূল লেখকের প্রাপ্য। কপিরাইট আইন সংগীতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (সুরকার, গীতিকার, গায়ক) অধিকারকেও সুরক্ষিত রাখে। এমনকি রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানেরও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। কাজের মূল্যায়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় মানুষ নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি উৎসাহিত হয়। শিল্পীরা যদি কাজের স্বীকৃতি পান এবং আর্থিক লাভ নিশ্চিন্তে উপভোগ করতে পারেন তবে স্বভাবতই তারা সৃজনশীলকর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ফলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বর্তমান সময়ে সংগীত শিল্পে পাইরেসি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ডিজিটাল পাইরেসির কারণে সংগীত বিক্রয়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমানে এই শিল্পে প্রবলভাবে মেধাস্বত্ব লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাই এই সংগীত শিল্পের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো কম বিনিয়োগ করছেন। বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল এলবাম বিক্রয়ের হার কমেছে।

বাংলাদেশে মেধাসত্ত্ব অধিকারের পর্যালোচনা:

Bangladesh Cassette and CD Manufactures Association (BCCDMA) এর তথ্য মতে বাংলাদেশে সংগীত বাজার থেকে বার্ষিক রাজস্ব আয়ের পরিমান ২০০ কোটির উর্ধে। এই শিল্পে প্রায় ১০লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে আছে শিল্পী থেকে শুরু করে সংগীতজ্ঞ, প্রযোজক, পরিবেশক, খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা, ক্যাসেট ও সিডি নির্মাতা। বিশাল আকারের বাজার সত্ত্বেও এদেশে অডিও শিল্পে পাইরেসি নৈমিত্তিক ব্যাপার। শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী CD বিক্রেতা কর্তৃক পাইরেটেড হয়। অসচেতনা, অজ্ঞতা এবং IPR এর যথাযথ প্রয়োগের অভাবে এটা হয়ে থাকে। বিভিন্ন উপলক্ষ সামনে রেখে যুবসমাজকে লক্ষ করে Music Album প্রকাশ করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই সকল Album শ্রোতাদের জন্য নানা Website এ Upload করা হয় এবং দোকানগুলোতে নানাভাবে নকল করা হয়। যৎসামান্য ক্রেতা আসল ও নকল কপির মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। ফলে স্বত্বাধিকারী ব্যবহারকারী/ভোক্তা থেকে কোন রয়্যালটি পান না। এসব কারনে বর্তমানে সংগীত বাণিজ্য ধ্বংসের মুখোমুখি। গায়ক ও সংগীতজ্ঞের সৃজনশীলকর্মে কোন নিরাপত্তা নেই। শুধু পাইরেসি নয় মোবাইল অপারেটর, ব্যবসা উদ্যোক্তা, ডিজিটাল ও প্রিন্ট মিডিয়া কর্তৃকও মেধাসত্ত্ব লঙ্ঘিত হয়। প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সংগীত নানা মাধ্যমে (Form) ব্যবহৃত হচ্ছে-স্যাটেলাইট সম্প্রচার (Satellite Broadcasting),

Compact discs, Mobile Contents, DVD ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, সংগীত ব্যবহারকারী ও হস্তান্তরকারী কপিরাইট নিয়ে মোটেই সচেতন নয়। মূল উৎস থেকে গান সংগৃহিত হয় না। বর্তমানে Cell Phone এ যে Music download করা হয় কিংবা Tune ব্যবহার করা হয়, সেগুলোও পাইরেসির পর্যায়ে পড়ে। এসব এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাংলাদেশে কপিরাইটের আইনী প্রক্রিয়াঃ

বর্তমানের 'কপিরাইট আইন, ২০০০' পূর্বতন 'কপিরাইট অর্ডিন্যান্স-১৯৬২' এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। পরবর্তীতে আরও পরিবর্তন ও সংশোধনের মাধ্যমে কপিরাইট আইন (সংশোধিত ২০০৫) প্রবর্তিত হয়েছে। বিদ্যমান আইনটিতে সংগীত, নাটক, মৌলিক সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্মের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। চলচ্চিত্র রেকর্ডিং এবং ব্রডকাস্টিং-এও কপিরাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। আইনটিতে স্বত্বাধিকারীর বিশেষ কিছু নিয়ন্ত্রনমূলক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যেমন-পুন:উৎপাদন, পারফরম্যান্স দেখানো (Show) কিংবা জনসম্মুখে বানিয়ে উপস্থাপন, সর্বসাধারনের নিকট কপি বিক্রয়করণ, মালিকানা হস্তান্তর, জনসাধারণের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি।

আইনটির অধীনে একটি কপিরাইট বোর্ড স্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বোর্ডে একজন চেয়ারম্যান এবং দুই বা ততোধিক (৬ জনের বেশী নয়) সদস্য থাকবেন। কপিরাইট বিধান লঙ্ঘনকারীকে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে। অবশ্য আইনটির ৭৩ অনুচ্ছেদে পুন:উৎপাদনের জন্য ঢালাওভাবে লাইসেন্স প্রদানের কারনে কিছুটা অসুবিধারও সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, আমাদের দেশে মূল লেখক বা প্রকাশকের পূর্বানুমতি নেওয়ার প্রথা অনেকটাই অনুপস্থিত। কপিরাইট আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ মালিক প্রচলিত কপিরাইট বিধি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন রেজিস্ট্রারের নেতৃত্বে কপিরাইট অফিস পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ :

কপিরাইটের প্রকৃত মালিককে সংজ্ঞায়িত বা চিহ্নিত করা জটিল ব্যাপার। সাধারণত, শিল্পী, গীতিকার বা সুরকার একটি চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন। তাতে সংশ্লিষ্ট সংগীত বা রেকর্ডিং এর কপিরাইট গৃহীত হয়। এ পদ্ধতিতে বানিজ্যিকভাবে নানা পদ্ধতিতে গানকে উপস্থাপন করা হয়। অতএব সংগীতের স্বত্বাধিকারী বানিজ্যিক সংস্থার সংগে (Mobile operators, bank, ডিজিটাল মিডিয়া) চুক্তি করে নানান ফরম্যাটে তাদের গানসমূহ ব্যবহার করতে দিতে পারে। অবশ্য, বাণিজ্যিক সংস্থার জন্য কপিরাইট মালিকের কাছ থেকে সরাসরি মূল গান সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। এটা সুস্পষ্ট নয় যে, মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ডিজিটাল ফরম্যাটে গানটি শুনতে পারবে কি-না। সেকারণে, অনেক আর্টিস্টই অভিযোগ করেন, সংগীত বিতরণ সংস্থাগুলো স্বত্বাধিকারীর পূর্বানুমতি ব্যতীত বেআইনীভাবে গানসমূহ বিতরন করে থাকে। ফলে, মূল মালিক তার রয়্যালটি বা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের অভিযোগ সঠিক; কারণ, স্বত্বাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

সংগীত শিল্পের প্রেক্ষাপটে, গোটা বিশ্বে মূল স্বত্বাধিকারীই গান বিতরণের একচ্ছত্র মালিক। গান প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশের শিল্পীদের সাথে চুক্তি করে তাদের কাছ থেকে মূল স্বত্বাধিকার কিনে নেয়। সে কারণে যে কোন ফরম্যাটে তারা গান বিপণন করে থাকে। কিন্তু আর্টিস্টদের দাবী হচ্ছে, মোবাইল বা ডিজিটাল কনটেন্ট হিসেবে ব্যবহারের স্বত্বাধিকার তারা বিক্রি করেনি। স্বভাবতই, এটি একটি বড় বিতর্কের বিষয়। তবে অনেকেরই আইনত মতামত হচ্ছে, পুরাতন চুক্তিসমূহে গান ব্যবহারে সব রকম সুযোগগুলোর কথা সবিস্তার উল্লেখ করা হয়নি। তাই, প্রকৃত শিল্পী নুতন কোন Format-এ তার গান ব্যবহৃত হলে রয়্যালটি বা লভ্যাংশ পাবে। অন্যদিকে, গান প্রযোজনা সংস্থার মতে, ভবিষ্যতে গান নতুন ফরম্যাটে ব্যবহৃত হলে মূল মালিক তার রয়্যালটি পাবেন তা চুক্তিতে উল্লেখ নেই। এসব কারণে বাণিজ্যসংস্থাগুলো সরাসরি মূল কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে গান নিতে পারে না।

বর্তমানে বিভিন্ন আর্টিস্ট এবং ব্যান্ডদল তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেছে। MIB, BAMBA, LCS-এদের অন্যতম। সম্মিলিতভাবে তারা প্রযোজনা ও বাণিজ্যসংস্থার বিরুদ্ধে মেধাসত্ত্ব অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ

আনে। কপিরাইট আইনের ১৫তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যেসব কর্মের কপিরাইট প্রদান করা হয় সেগুলো হচ্ছে-

(১) সাহিত্য, নাটক, সংগীত, মৌলিক শিল্পকর্ম
(২) চলচ্চিত্র
(৩) সাউন্ড রেকর্ডিং (শব্দধারণ)
অনুচ্ছেদ ২(২৪)-এ 'Author' শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছেঃ
(ক) সাহিত্য বা নাটকের লেখক;
(খ) গানের সুরকার ও গীতিকার;
(গ) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা সাহিত্য, নাটক সংগীত ও শিল্পকর্ম কম্পিউটারের মাধ্যমে তৈরি করেন

এখানে সংগীতে গায়ককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই গায়কের স্বত্বাধিকারের ব্যাপারটি সংকটে পড়ে গিয়েছে। আইনের অনুচ্ছেদ-৩৫ এ গায়ককে বিশেষ কিছু কাজে কপিরাইটের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গায়ক তার স্বত্বাধিকার ৫০বছর পর্যন্ত উপভোগ করেন এবং তিনি স্বত্বাধিকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

ব্যান্ড সংগীত দলের কপিরাইটের প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ। আইনে যৌথমালিকানার একটি প্রবিধান আছে। কাজেই যৌথভাবে ব্যান্ড দলের সকল সদস্য মালিকানার দাবীদার।

চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানের মালিক হন সংশ্লিষ্ট প্রযোজক। তিনি যেকোন Format-এ গানটি বিতরণ/বিপণন করতে পারেন। যদিও অনেক সময় গায়ক দাবী করেন চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য Format-এ গানটি ব্যবহারের মালিকানা হবে তার। আমাদের কপিরাইট আইনে ডিজিটাল ফরম্যাটে গানের কনটেন্ট বিষয়ক কোন স্পষ্ট বিধিমালা নেই। কপিরাইট আইন ২০০০ এ মোবাইল কনটেন্টস (রিংটোন, পলিটোন) সম্বন্ধে কোন প্রবিধান নেই।

গায়ক যখন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করেন সাধারণত সে চুক্তিনামায় মোবাইল কনটেন্টের কপিরাইটের কথা বলা হয় না। তাই গায়কের মোবাইল কনটেন্টের কপিরাইট প্রাপ্তির ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়। আইনটিতে সরাসরি মোবাইল ফোন কনটেন্টের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এ কথা বলা আছে যে, মূল সংগীতকে কোন পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হলে তার কপিরাইট থাকতে পারে। সে কারণে, স্বত্বাধিকারী যদি সংগীত প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সংগে গানকে CD format এ পরিবেশনের চুক্তি করে থাকে তবে মোবাইল ফোন কনটেন্টে-এ পরিবর্তন করার অধিকারটি স্বত্বাধিকারীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু চুক্তিতে যেকোন Format এর কথা লেখা থাকলে তখনই কেবল মোবাইল কনটেন্টে ব্যবহার করার প্রশ্ন আসতে পারে। মূল মালিক চিহ্নিত করাটাও জটিল ব্যাপার। কারণ, অনেক সময় কোন ডকুমেন্টারি Evidence থাকে না। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে একটি গানের দুজন স্বত্বাধিকারীও পাওয়া যায়। তাছাড়া আইন অনুযায়ী সংগীতের স্বত্বাধিকারী হবেন গীতিকার ও সুরকার। এটাও এক জটিলতা।

আইন প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

১) প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপারটি অবহেলিত। ফলে মেধাস্বত্ব অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।
২) মেধাস্বত্ব আইনসমূহ প্রাথমিক অবস্থায় আছে এবং সংখ্যায়ও অপ্রতুল।
৩) বাস্তবায়নের অবকাঠামো মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও, বিশ্ব মানের নয়।
৪) মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণে জনসচেতনতার অভাব।

সুপারিশমালাঃ

১) মেধাস্বত্ব আইন সংশোধন, সুষম পদ্ধতির প্রবর্তন এবং বাস্তবসম্মত নীতি নির্ধারন করতে হবে।
২) কপিরাইট সহ সবধরনের মেধাসম্পদ অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
৩) কপিরাইট অফিসকে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবায়ন করতে হবে।
৪) কপিরাইট প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
৫) আইনী প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়ন করা প্রয়োজন।
৬) পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ও কপিরাইট অফিসের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে, এ দুটি সংস্থাকে একীভূত করে সমন্বিত মেধাসম্পদ সংস্থা গঠন করা যেতে পারে।

উপসংহারঃ

নিবেদিতপ্রাণ সংগীত শিল্পীদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিতে হবে, দিতে হবে আর্থিক পাওনা ও মেধাসত্ত্বের ন্যায্য অধিকার। কেননা, তাদের অস্তিত্ব রক্ষা পেলে এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষ্টি যেমন সমৃদ্ধ হবে, তেমনি নতুন প্রজন্ম সংগীতকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত বোধ করবে।

তথ্যসূচীঃ

১। সুধীর চক্রবর্তী, গান হতে গানে, পড়ালেখা, কলকাতা।
২। শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, প্রসঙ্গ; বাংলা গান, কলকাতা।
৩। প্রবীর সেনগুপ্ত, বাংলা গান, পুস্তকবিপনী, কলকাতা।
৪। Bangladesh Copyright Act 2000 (Amended in 2005)
৫। Abdul Awal Hawlader, Enforcement of Copyright Law in Bangladesh
৬। M. Mahbubur Rahman, Intellecutal Property Protection in Bangladesh: An overview

- মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সুরক্ষা ও তার সফল প্রয়োগ, জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গড়ার বিশেষ নিয়ামক।
- মেধাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার।

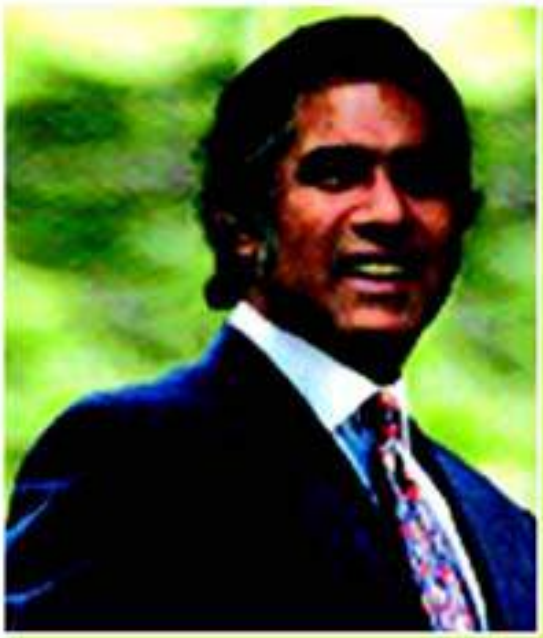

সংগীত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত একটি পর্যালোচনা

আনন্দ মজুমদার*

কণ্ঠ ও বাদ্যই সংগীত ধারণ, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন, বিকাশ ও বিস্তারের মৌলিক কাঠামো। বীণায় বেজে ওঠে বিশুদ্ধ স্বর, কণ্ঠে কলকল করে ওঠে সাংগীতিক স্রোত; বাংলাদেশের ভাব, জ্ঞান ও চিন্তার ইতিহাস সংগীতের মধ্য দিয়েই নিজের স্টাফ নোটেশন স্বগৌরবে এঁকে চলেছে। নারীর বেদন, উদার উল্লাস ধ্বনি, যন্ত্রণাকাতর হিয়া, প্রশ্ন, আত্ম-অন্বেষণ-ই বাংলার সঙ্গীত। সঙ্গীতের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অঞ্চলগত এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আপন আপন ইতিহাসের, বাস্তুসংস্থান, চাষ-বাস, ঘর-গেরস্তী, কৃষি, প্রেম, বিরহ ও ভাব-ভাবনার এক অনন্যসাধারণ গীতিময় গতিধারার স্মারক। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, বিচ্ছেদী শুধু সঙ্গীতের ধারা নয়, এই অঞ্চলের জনজীবনের ইতিহাসও।

সিলেট অঞ্চলে সংগীতের প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশী উপধারা রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাংগীতিক ধারা ইতোমধ্যেই নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেছে। রংপুর ও উত্তর জনপদের মানুষের সংগ্রাম ও লড়াইয়ের ইতিহাসে ভাওয়াইয়াতেই খচিত। প্রাচীনকাল থেকে এ পর্যন্ত সঙ্গীতের সাথে জীবিকার সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সংগীতের সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি সৃজনশীলতার প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সাংবেদনশীলতার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। আগের দিনে কণ্ঠেই কপি হতো সঙ্গীত। প্রত্যেক অঞ্চলের সংগীতিক ঘরানা কণ্ঠ পরম্পরায় টিকে আছে। তখন রেকর্ডিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে রেডিও

* *কবি, সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়ন গবেষক। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নীতি নির্ধারণী গবেষণায় নিয়োজিত*

সাধারণ মানুষের কাছে সংগীতের আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছে। লং প্লে টার্ণ টেবিলে বাজার ইতিহাসও রেডিও প্রযুক্তির সমসাময়িক।

বাংলাদেশের লৌকিক ভাব পরিমন্ডলের মধ্যে সংগীত কণ্ঠ থেকে কণ্ঠ, ঘরাণা থেকে ঘরে, হাজার হাজার গ্রামীণ কনসার্টের মধ্য দিয়ে, শ্রোতার সাথে গান ও গায়েনের সরাসরি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভাবমূর্ছনার মধ্য দিয়েই ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গীত। এখনও তা-ই হচ্ছে। বাংলাদেশেই এখনও ফকির, গায়েন, পালাকার, দিওয়ানরা-ই, হাজার হাজার নারী ও পুরুষ গায়েনরাই পরম্পরাগত সাংগীতিক ধারার একনিষ্ঠ সেবক। এই এক বিশাল গানের জগৎ যেখানে জীবন-জীবিকা গানের সাথেই, গানের জন্যই, গান করেই চলে। এর বাইরে প্রযুক্তির ফলে সঙ্গীত সৃজন, উৎপাদন ও সিডি আকারে পুনরুৎপাদনের ফলে সংগীতের রেকর্ডিং ও বাজারজাতকরণের আলাদা কারখানা গড়ে ওঠে। এই কারখানার সাথে হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে পড়েছে। এক সময় ঘরানাই ছিলো কপিরাইট, কণ্ঠে কণ্ঠে সংগীত কপি হতো। এখনও ট্রেনে, বাসে, গ্রামের হাটে-বাজারে পণ্য বিক্রয় করার জন্য গান ব্যবহৃত হয়। অসংখ্য মানুষের জীবিকার উৎস গান। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সেই সকল মানুষদের এখনো মাঝে মাঝে দেখা যায় যাদের সুমধুর সুরে আকুল হয়ে চারপাশে শ্রোতারা ভীড় করেন। সংগীত বিয়ে-শাদী, পূজা-পার্বণ, জাতীয় ও স্থানীয় অনুষ্ঠান, সভা এমনকি রাজনৈতিক প্রচারণারও অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ।

আজ ওয়েলকাম টোন বা রিং টোন হিসাবে সংগীত ব্যবহৃত হয়। মোবাইল ফোনের রিং টোনের রয়্যালিটি কী শিল্পী পায়? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পায় না; সকল পক্ষই সংগীত শোষক। সৃজনশীল সত্তার সাথে শোষণমূলক এই সম্পর্ক শুধু সৃষ্টিকেই ক্ষতি করে না এর সাথে জড়িত সকল টেকনিশিয়ান, সকল স্টেকহোল্ডারের জীবন-জীবিকাকেই বিপর্যস্ত করে; গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া কারখানাকেই রুগ্ন করে। পাইরেসির কারণে প্রতি বছর প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয় বলে কেউ কেউ ধারণা করছেন। কারো কারো মতে এই ক্ষতির পরিমাণ অনেক গুণ বেশী। এর ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। গানের সাথে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুধা বিস্তৃত ও বিপুল মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। পাইরেসির ফলে বৈধ বাজার সংকুচিত হয়; বিনিয়োগ হুমকির মুখে পড়ে; প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলো রুগ্ন হয়ে পড়ে। শিল্পীদের সাথে আস্থার সংকটও তৈরি হয়। এক সময় শিল্পীদের কাছে সিডি কিংবা এ্যালবামের কাভার রাখা হতো; কতো কপি বিক্রি হয়েছে তা নিয়ে বিরোধ এড়াতে। এখন দেখা যায় কোনো এ্যালবাম রিলিজ হওয়ার আগেই ওয়েবসাইট ও ইউটিউবে আপলোড করে দেয়া হচ্ছে। একটি অসাধু চক্র মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এই ভয়াবহ কাজটি করছে। তবুও বাংলাদেশের ১০-১৫% শ্রোতা এখনও অরিজিনাল সিডি কিংবা এ্যালবাম ক্রয় করেন।

সঙ্গীত আন্তর্জাতিক। সঙ্গীতের কোনো সীমান্ত নাই। সুর সকল সংঘর্ষের উর্ধ্বে। সুর ব্যাধির ব্যাথা নাশক। সুর চৈতন্যের স্তর নির্ধারক। শিল্পীদের মধ্যে কপিরাইট সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। সঙ্গীতের বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে পাইরেসি এখন নতুন সংকট। বিশ্বব্যাপী মেধাসত্ত্বের সত্ত্বাধিকার নিশ্চিত করা একটি জটিল প্রক্রিয়া। সঙ্গীত প্রযোজনা ও বাজারজাতকরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা দরকার। কপিরাইট না থাকলে কপিরাইট সংক্রান্ত মামলার প্রতিকার পাওয়া যাবে না। সে কারণেই "সৃজনশীল পরিমন্ডল", উৎপাদন ও বিপণণ পরিমন্ডল ও ভোক্তা সমাজের মধ্যে "গোপন মাফিয়া কণ্ঠ দস্যু চক্র" এই প্রক্রিয়াকে তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবসার অধীনস্থ করে ফেলেছে। সিলভার ডিস্কে রেকর্ডিং করা গান লোকাল ডিস্কে রেকর্ড করেই পাইরেসি করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রযোজনা সংস্থাগুলো সিলভার ডিস্কে রেকর্ড করে বাজারে ছাড়ার আগেই লোকাল ডিস্কে কপি করে গান বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ইউটিউবে প্রায় সকল ধরণের গানই দেদারসে আপলোড করা হচ্ছে। এফ এম রেডিওগুলোও কপিরাইট আইনে ভঙ্গ করছে। প্রযুক্তি সহায়ক সংগীত শ্রবণ কোনো সংকট নয়; প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তি সংগীতের শ্রোতৃমন্ডল বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে; সিলভার ডিস্ক থেকে লোকাল ডিস্কে কপি করার কাজটি শ্রোতারা করেন না;

সংগীত প্রযোজনার সাথে সম্পর্কিত কলা কুশলীরাই করে থাকে। সংগীতের অবৈধ বাজার ও ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত কুশীলবরা অন্যের সৃষ্টি থেকে ফায়দা তোলে; প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পী বঞ্চিত হয়। পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ডে অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে গান রেকর্ড করা যায়। অসংখ্য ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়তই গান আপলোড করা হচ্ছে। পাইরেসি সম্পূর্ণরুপে বন্ধ করা প্রায় অসম্ভব কিন্তু নজরদারী প্রযুক্তির আধুনিকায়নের মাধ্যেমে ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাইরেসি অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব। আইনের কঠিন প্রয়োগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমতা জরুরী। কপিরাইটে আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে।

পাইরেসি বা দস্যুতা এই কারখানার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। আইনের দিক থেকে পাইরেসি হলো কথা নকল করা; অনুমতিবিহীন পণ্যের পুনরুৎপাদন। সৃজনশীল কর্ম ও শিল্প , সাহিত্য, সঙ্গীতের উপর অধিকারের প্রশ্নটি একটি জটিল প্রশ্ন; কেবলমাত্র আইনের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে এই অধিকারের প্রশ্ন নিরসন করা প্রায় অসম্ভব। কপিরাইট আইনের যথাযথ ও কঠোর প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন কিন্তু আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগের প্রশ্নের সাথে সাথে পাইরেসি রোধে ক্ষেত্র সচেতনতা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নাই। কপিরাইট অফিস একটি আধা বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর বিধান অনুযায়ী দেশে কপিরাইট সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সংগীত, শিল্প, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, ধারণ এবং সম্প্রচার সংক্রান্ত কপিরাইট প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের উপর যে কোনো ধরণের আগ্রাসনের আইনী সুরক্ষা। দিওয়ানী ও ফৌজদারী প্রতিকারের জন্য কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিকারের জন্য সৃজনশীল কর্মের উপর মেধাসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার আইনী দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

গত এক দশকে গানের অর্থনীতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। প্রযুক্তিগত বিকাশ সংগীতের ব্যবহার ও শ্রোতার, ভোক্তার সাথে নতুন বিনোদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এই সম্পর্কের প্রতি সদয় সুবিবেচনা রেখেই মেধাসত্ত্ব সংরণের দিকগুলোকে আরো আধুনিক করতে হবে; বিশেষ করে নজরদারীর ক্ষেত্রে।পাইরেসি বন্ধের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা সম্বলিত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। মিউজিক ইন্ডাষ্ট্রিজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ১৭ আগস্ট হাইকোর্ট রিটের নিস্পত্তি করে যে রায় প্রদান করেছে তাতে শিল্পকর্মের অডিও ও ভিডিও পাইরেসি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সরকাররের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। কপিরাইট নিশ্চিত করতে হলে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক; কোনো একক সংস্থার পক্ষেই অপরাধ দমন সম্ভব নয়। রায়ে পাইরেটেড অডিও ও ভিডিও কপি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন। রায়ে সুস্পষ্টভাবে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির নির্দেশ দেয়া হয়। হাইকোর্ট পাইরেটেড অডিও ও ভিডিও কপি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন। সিডিআর ও ডিভিডিআর ব্যবহার করে সংগীত ও চলচ্চিত্রকর্ম পাইরেসি রোধকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয় ও পদক্ষেপের অগ্রগতি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর প্রতিবেদন আকারে আদালতে দাখিল করতে বলা হয়। কপিরাইট আইন অনুযায়ী সৃজনশীল কর্ম বলতে সাহিত্য, নাট্য, কম্পিউটার সফটওয়্যার, সংগীত, শিল্প, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র ধারণ এবং সম্প্রচার বোঝানো হয়। কপিরাইট সনদ প্রাপ্তির জন্য আইনের ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, সচেতনতা কার্যক্রমের জন্য নিবন্ধিত কপিরাইট সমিতি গড়ে তোলা ও শাস্তির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা গানের মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

এলপি বা লং-প্লে এর স্থান দখল করেছে সিডি। অনলাইন গানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজটি যদিও কঠিন তবুও নতুন প্রযুক্তির আলোকেই নজরদারী কার্যক্রমের আধুনিকায়ন দরকার। সৃজনশীল কর্মের সুরক্ষায় সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের লোক সঙ্গীতের মেধাসত্ত্ব সংরক্ষণেও উদ্যোগী হতে হবে।

শ্যামল দত্ত*

'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে'

গানের বাণীতে যখন 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' বলা হয়, সঙ্গীত তখন প্রকৃত অর্থেই নিবেদনের অর্ঘ্য হয়ে ওঠে। এরপর 'প্রদীপ শিখা সম কাঁপিছে হৃদি মম' বলে হৃদয়কে যেন সত্যিই মেলে ধরা হয়। বাতাসে কাঁপা-কাঁপা প্রদীপশিখার মতো হৃদয় যেন 'আরতি-নৃত্যের ভঙ্গিতে' নেচে ওঠে। হৃদয় আর সঙ্গীত মিলেমিশে এখানে একাকার। এভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই গানের বাণীই বলে দেয়, সঙ্গীত কী এবং কেন। গীতিকবিরা অনেক সময় জীবন বা হৃদয়কে সুরযন্ত্রের সাথে তুলনা করেন। অধ্যাত্ম সাধনাতেও 'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র' বলে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গের কথা বলা হয়। বাউল গানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের বহিরাবরণ বা দেহকে বেছে নেওয়া হয় উপমার উপকরণ হিসেবে। রূপকারদের কল্পনায় দেহ তখন দেহঘড়ি। অর্থাৎ সব দিক থেকেই মানুষ নিজেকে সঙ্গীতময় বিবেচনা করে থাকে।

পাশ্চাত্য গবেষকরা সঙ্গীতকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত মত দিয়েছেন।

An accurate and concise definition of music is fundamental to being able to discuss, categorize, and otherwise consider the phenomenon of what we understand as being music. Many have been suggested, but defining music turns out to be more difficult than might first be imagined. There is ongoing controversy about how to define music. The Oxford Universal Dictionary defines music as, That one

* প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা। E-mail: dutta209@gmail.com

of the fine arts which is concerned with the combination of sounds with a view to beauty of form and the expression of thought or feeling'. However, the music genre known as noise music, for instance, challenges these ideas about what constitutes music's essential attributes by using non-traditional elements of music...

সংস্কৃত পন্ডিত এবং শাস্ত্রকাররা নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের মিলনকে সঙ্গীত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। একটু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য একে অন্যের পরিপূরক। কারণ এগুলোর সব কিছুর মধ্যেই আছে ছন্দ, তাল ও লয়। ছন্দ মানে একটি দোলা। এই দোলার একটি সুনির্দিষ্ট গতি আছে, যার নাম তাল। আবার লয় মানে বিরতি। কোনো ছন্দ বা তালের বিরতি দ্রুততর, কোনোটির প্রলম্বিত। নৃত্য, গীত ও বাদ্যে তাই ছন্দ, তাল ও লয় অপরিহার্য। বাংলাদেশের সঙ্গীত মূলত সেটাই, যা এ দেশের মাটি ও মানুষের অর্ন্তমূল থেকে উঠে এসেছে। অর্থাৎ এ দেশের লোকজ ঐতিহ্যের হাজার বছরের ধারা।

বাউল সম্রাট লালনশাহ্ এই ঐতিহ্যকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে' অথবা 'সুন্নত দিলে হয় মুসলমান, নারীলোকের কী হয় বিধান' ইত্যাদি কু-তর্কের অসারতা অতি সহজেই তিনি তাঁর গানের বাণীতে উপস্থাপন করেছেন। কারণ সহজিয়া সাধনার মধ্য দিয়ে আজীবন মানবপ্রেমের চর্চায় তিনি মুখর ছিলেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে বাংলার আকাশ-বাতাস তাঁর হৃদয় আকুল করা বাউল সুরে মাতোয়ারা হয়েছিলো। তাঁরই অনুজতুল্য কাঙাল হরিনাথ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শুনিয়েছিলেন মানবতার অমর বাণী:

যিনি সেই মসজিদ গির্জায়, ব্রাহ্মসভায়, শ্মশানে কী গাছের তলে
তিনি মোহন্ত আখড়ায়, তুলসীতলায়, সর্বস্থানে ভূমন্ডলে।...

লোক সাহিত্য গবেষক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূমিকার এক স্থানে কবি বলেছেন: শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল–

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।...

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে: তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণবেদনা।...

নৃত্যের অসাধারণ প্রকাশভঙ্গিতেও মানুষ তার ইতিহাস, ঐতিহ্যকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এ দেশের পালা-পার্বণে জারিগান, ঘাটুগান, গাজীর গীত ইত্যাদির প্রচলন দীর্ঘদিনের। এখানে সম্মিলিত গীতের সাথে চলে অপূর্ব নৃত্য ব্যঞ্জনা। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নববর্ষের উৎসব, পালাগান, গাজন, মহররমের লাঠিখেলা কোনোটিই সঙ্গীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেন সঙ্গীতের চলমান ধারার মতোই বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি চিরবহমান। বাঙালির এই শাশ্বত জীবনগাথার অপূর্ব বর্ণনা আছে শাহ্ আবদুল করিমের সুর ও বাণীতে:

বাংলার নওজোয়ান, হিন্দু-মুসলমান
মিলিয়া বাউলাগান আর মুর্শিদি গাইতাম,
আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।...

বাদ্যযন্ত্রেও বাঙালির নিজস্বতা রয়েছে। পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের ভিড়ে আজও টিকে আছে বাংলার ঢোল, বাঁশি, খঞ্জনি, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। অবশ্য বিদেশি যন্ত্র ব্যবহারেও বাঙালি সুরশিল্পীরা অনাগ্রহী নন। বাংলার সুপ্রাচীন যাত্রাশিল্পে ঢোল, বাঁশির পাশাপাশি বেহালা, কারিওনেট, কর্নেট ইত্যাদি অনেক দিন আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে। বরেণ্য চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন।

সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোন ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সুর বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হল ভাষার ব্যঞ্জক।... পথের পাঁচালি ছিল গ্রাম্য পরিবেশের কাহিনী। কিন্তু তা বলে তা লোকসাহিত্য নয়। তার ভাষায়, তার মেজাজে রীতিমত sophistication আছে। তার চরিত্রবর্ণনে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ আছে। ছবিতেও অনুরূপ sophistication আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং এর আবহসঙ্গীতে কেবল গ্রাম্য যন্ত্রে গ্রাম্য সুর বাজানোর কোন সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করিনি। বাঁশি, গুপিযন্ত্র, ঢোল ইত্যাদির সঙ্গে সেতার, সরোদ পাখোয়াজ মেশাতে তাই রবিশঙ্কর দ্বিধা করেননি।...

পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রবোদ্ধারাও চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

Music in film can never be ignored discounted, even when the audience is not consciously aware of it, and even when the music is so low as to seem almost inaudible. Not only is music among the most effective of film making tools, it is among the most flexible, at least when used to create and direct emotions and psychic states of being. Its appeal is non-rational so far as the film audience is concerned...

সঙ্গীত কেন অপরিহার্য, এক কথায় এ রকম উত্তর হতে পারে যে, সঙ্গীত পরিবেশবান্ধব। প্রকৃতি ও পরিবেশের সব কিছুই ছন্দোবদ্ধ। প্রকৃতির সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট রীতি বা ধারার অনুসরণ রয়েছে। এখানে বিশৃঙ্খলার স্থান নেই। তাই বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্থ মানুষকে বার বার প্রকৃতির কাছেই ফিরে যেতে বলা হয়। প্রকৃতি শান্তি ও স্বস্থির আধার। কারণ যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানেই শান্তি। যেহেতু প্রকৃতির সর্বত্র শৃঙ্খলা, তাই একমাত্র প্রকৃতিতেই শান্তি বিরাজমান। শুচিস্নিগ্ধ প্রকৃতিই বিশ্ব চরাচরকে নিবিড় শান্তির পাঠে উজ্জীবিত করতে পারে। ফার্সি প্রবাদে বলা হয়, তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু সঙ্গীত দিয়ে শত্রুকে বন্ধু করা যায়।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয়: Get up, stand up. For music বাংলা অর্থ হয়তো এ রকম দাঁড়ায় যে, সঙ্গীতের জন্য জেগে ওঠো অথবা এসো, আমরা সঙ্গীতের পাশে দাঁড়াই। প্রতিপাদ্য বিষয়টি বর্তমান সময়ের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ অস্ত্রের ঝনঝনাতিতে আতঙ্কিত বিশ্ববাসীকে একমাত্র সঙ্গীতের অমিয়ধারা দিতে পারে স্বস্তি ও শান্তি। সঙ্গীতের ভাষা সার্বজনীন। বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিক চুক্তি বা সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষরের চেয়েও সাংস্কৃতিক মৈত্রী গড়ে তোলা খুব জরুরি। কেননা একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যমেই বিশ্বের সকল মানুষের একপ্রাণ হয়ে ওঠা সম্ভব। কারণ দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে সঙ্গীত যে কোনো মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

বাংলা নতুন বছরের শুরুতে সঙ্গীতের মাধ্যমে আজ সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে ধার নিয়ে তাঁর সঙ্গীতের ভাষায় বলতে চাই–

তাপস নি:শ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক৷ মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা৷৷

তথ্যসূত্র: বিষয় চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়, The Work of the Film Director by A. J. Reynertson, উইকিপিডিয়া

এক নজরে পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

ভূমিকা: শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ১৯১১ সালের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ও ২০০৯ সালের ট্রেডমার্কস আইন অনুযায়ী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ WIPO ও World Trade Organization (WTO) এর সদস্য এবং Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে World Trade Organization (WTO) এবং World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক প্রদত্ত Guideline এর ভিত্তিতে Intellectual Property Rights সংক্রান্ত কার্যাবলী এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। সাবেক পেটেন্ট অফিস ও ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি দুটিকে একীভূত করে ২০/৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখ থেকে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ডিপিডিটির মূল কার্যক্রম হলো নতুন আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর করা, নতুন উদ্ভাবিত Industrial Design নিবন্ধন করা, ট্রেডমার্কের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধন করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করা। পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে মোট ৬টি উইং ও ইউনিট রয়েছে, যথা:- (i) Patents & Designs Wings (ii)Trademarks Wings (iii) WTO & International Affairs Wing (iv) Administrative Wing (v) Information Technology (IT) Unit. প্রথম ০৫টি উইং ও ইউনিটের প্রধান হিসেবে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও আইটি ইউনিটের প্রধান হিসেবে সিস্টেম এনালিস্ট এবং ডিপিডিটির অফিস প্রধান হিসেবে ০১ জন রেজিস্ট্রার রয়েছেন।

২। অধিদপ্তরের ইউনিট ও উইংসমূহ:

(ক) পেটেন্ট ও ডিজাইন উইং:

পেটেন্ট: পেটেন্ট হল কোন নতুন পণ্য আবিষ্কার বা পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতির আবিষ্কার, যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা কোন কারিগরি সমস্যার কারিগরি সমাধান অর্থাৎ নতুন প্রযুক্তি। পেটেন্ট অনুমোদনের মাধ্যমে এরূপ আবিষ্কারের জন্য আবিষ্কারককে তার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়। এইরূপ স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত আবিষ্কারের বানিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ ও বিক্রি করতে পারে না।

বাংলাদেশে 'পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১' এর আওতায় ১৬ বছরের জন্য পেটেন্ট অধিকার দেয়া হয়। পেটেন্ট এর স্বত্বাধিকারী ১৬ বৎসর পর্যন্ত এই নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করেন। এর পর জনসাধারণের যে কেউ আবিষ্কৃত ঐ প্রযুক্তি বিনানুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন।

ডিজাইন: উৎপাদিত দ্রব্যের নান্দনিকতা (aesthetic view) ও অলংকার (ornamentation) সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন। কোন পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল ইত্যাদি ত্রিমাত্রিক বিষয় এবং প্যাটার্ন লাইন ও রং ইত্যাদির দ্বিমাত্রিক বিষয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইনের অন্তর্গত। ডিজাইন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। ডিজাইন ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে এবং মার্কেটে কোম্পানীর অংশ (market share) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। রেজিস্টার্ড ডিজাইনের মালিক ডিজাইনটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। রেজিস্টার্ড মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ডিজাইন ব্যবহার করতে পারেনা। ডিজাইন নকল করা আইনত দন্ডনীয়।

'পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১' এর আওতায় প্রথমে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে পাঁচ বছর করে আরও দুই মেয়াদে (মোট ১০ বছর) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যায়।

(খ) ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি উইং: কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবাকে অন্য উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত অনুরূপ পণ্য বা সেবা হতে পৃথক করার জন্য যে মার্ক ব্যবহার করা হয় সেটাই ট্রেডমার্ক। প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি ট্রেডমার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়। সেবাধর্মী কাজের জন্য সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়।

রেজিস্ট্রার্ড ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্কের মালিক মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার সংরক্ষণ করেন। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একই বা সাদৃশ্যপূর্ন পণ্য/সেবার জন্য ঐ মার্ক/সাদৃশ্যপূর্ন মার্ক ব্যবহার করতে পারে না। ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ এর আওতায় বাংলাদেশে প্রথমে ০৭ (সাত) বছরের জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১০ বছর করে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করা যায়। কোন অনিবন্ধিত ট্রেডমার্ককে/সার্ভিস মার্ককে নিবন্ধিত হিসেবে ব্যবহার করা বা প্রদর্শন করা ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। কোন প্রতিষ্ঠানের ট্রেডমার্ক/সার্ভিস মার্ক নকল করে ব্যবসা করা বা ব্যবসার চেষ্টা করাও দন্ডনীয় অপরাধ ।

(গ) ডব্লিউটিও ও আন্তর্জাতিক উইং: এই ইউনিট World Trade Organization (WTO) সহ বিভিন্ন আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অধিদপ্তরের কর্মের সমন্বয় করে থাকে।

(ঘ) জি আই ইউনিট ঃ ইতোমধ্যে এ অধিদপ্তরে G.I Unit (Geographical Indication Unit) স্থাপন করা হয়েছে। এ ইউনিট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(ঙ) আইটি ইউনিট: এ অধিদপ্তরকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য ৮ সদস্যের IT Unit স্থাপন করা হয়েছে। এ ইউনিটটি Industrial Property Automation System (IPAS) Software-এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক আবেদনসমূহ পরীক্ষা করে। আবার IPAS Software -এর মাধ্যমে জার্নাল, সার্টিফিকেট, নোটিস তৈরী করা হয়। এক কথায় ডিপিডিটি-এর পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন-এর কাজ নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে এবং পেপারলেস অফিস করার লক্ষ্যে আইটি ইউনিট সচেষ্ট রয়েছে।

৩. অটোমেশন: ডিপিডিটির অটোমেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে WIPO কর্তৃক ইতোমধ্যে IPAS Software স্থাপন করা হয়েছে। DPDT এবং IFC (International Finance Corporation) এর মধ্যে সম্পাদিত Cooperation Agreement এর আওতায় পুরাতন ফাইলসমূহের ডাটা ক্যাপচারিং এর কাজ মে, ২০১২ তে শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ এর প্রথম দিকে শেষ হয়। বিগত ২৩/০২/২০১৪ তারিখে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু এমপি কর্তৃক উক্ত কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এর ফলে পুরাতন ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষাকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী অটোমেটেড পদ্ধতিতে সম্পাদন অধিকতর দ্রুত এবং সহজ হয়েছে।

৪. আইন সংক্রান্ত কার্যক্রম: ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯: ইংরেজী ভাষায় প্রণীত পূর্বতন The Trademarks Act, ১৯৪০ রহিত করে বাংলা ভাষায় প্রণীত ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর ২৪ মার্চ, ২০০৯ তারিখের গেজেটে তা প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে প্রণীত আইনটির অধিকতর সংশোধনী মন্ত্রিপরিষদে নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে যা বর্তমানে মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

খসড়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা: পূর্বের The Trademarks Rules, 1963 এর স্থলে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া "ট্রেডমার্ক বিধিমালা" এর উপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতের আলোকে ট্রেডমার্ক বিধিমালা পুনর্গঠনের কাজ শেষ করা হয়েছে এবং তা চূড়ান্তকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে, বিধিমালাটি আইন মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত ভেটিং শেষে মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

খসড়া পেটেন্ট আইন: পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভায়ায় প্রণীত "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩" এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৬-৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়। তাছাড়া খসড়া আইনটির উপর সর্বসাধারণের মতামত চেয়ে Patents Act, 2013 শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর WIPO এর মতামত পূর্বেই পাওয়া গিয়েছে। অর্থ, বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কপিরাইট অফিস হতে ইতোপূর্বে যে সকল মতামত পাওয়া গিয়েছে তা খসড়া বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০১৩ তে সমন্বয় করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে মতামত পাওয়ার জন্য

অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যমান The Patents and Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন" এর তুলনামূলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খসড়া ডিজাইন আইন: পূর্বের The Patents and Designs Act, 1911 কে দুইভাগ করে বাংলা ভাষায় প্রণীত খসড়া "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন, ২০১৩" এর উপর WIPO এর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। মূল আইন The Patents and Designs Act, 1911 এর সাথে খসড়া "বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এ্যাক্ট" এর তুলনামূলক বিবরণী মেট্রিক্স আকারে প্রেরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মেট্রিক্স আকারে তৈরী করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন ২০১৪ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলছে।

Geographical Indication (GI) Act, 2013: ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে এবং ১০ই নভেম্বর, ২০১৩ (২৬ কার্তিক ১৪২০) বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বিধি প্রণয়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খসড়া বিধিমালাটি আইন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত ভেটিংয়ের পর্যায়ে আছে।

৫. সেমিনার: ডিপিডিটির আয়োজনে এবং WIPO এর সহযোগিতায় গত ১৩-১৫ অক্টোবর তারিখে Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) এর সভাকক্ষে General Awarness Building on Intellectual Property Rights (IPRs) and Its Role in Economic Development শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ তুলে ধরেন। তাঁরা সাধারণ গবেষকদের সরকারীভাবে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের বিভিন্ন ইনসেনটিভ বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লিংকেজ তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৬. বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন (World Intellectual Property Day): বিশ্বের ১৮৬ টি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ২৬ এপ্রিল ২০১৪ মেধাসম্পদ দিবস নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ সৃষ্টি, লালন, সুরক্ষা ও তার ব্যবহারকে উৎসাহ দেবার লক্ষ্যে World Intellectual Property Organization (WIPO) এর ১৮৬টি সদস্যে দেশের সাথে বাংলাদেশও ২০০১ সাল হতে প্রতি বৎসর মেধাসম্পদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিঃ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস (World Intellectual Property Day) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত Movies- A Global Passion শীর্ষক এক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি এবং মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

পেটেন্টস, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)-এর ভিশন হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরকে বিশ্বমানের মেধাসম্পদের অফিসে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরটি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে মেধাসম্পদ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি এবং এ অধিদপ্তরের ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের ফরম এবং আবেদনের পদ্ধতি আপলোড করা হয়েছে। অধিদপ্তরের সেবা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আংশিকভাবে অটোমেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন কার্যক্রম চালু পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে অধিদপ্তরটি একটি বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিসে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

ফটো গ্যালারি

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৪, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত **জনাব আমির হোসেন আমু** এমপি, মাননীয় মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়; **জনাব আসাদুজ্জামান নূর** এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; **জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ** প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই; **জনাব মোহাম্মদ মইনউদ্দীন আবদুল্লাহ,** তদানীন্তন শিল্প সচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

IPR বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন **জনাব মোহাম্মদ মইনউদ্দীন আবদুল্লাহ,** তদানীন্তন শিল্প সচিব; সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত **জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ** এমপি, মাননীয় মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

IPR বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ এমপি, মাননীয় মন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, তদানীন্তন শিল্প সচিব; জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, রেজিস্ট্রার ডিপিডিটি সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি দলের সাথে IP বিষয়ক MOU স্বাক্ষর করছেন জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন, রেজিস্ট্রার ডিপিডিটি

TISC-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে শিল্প সচিব **জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া** এনডিসি-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত (ডান থেকে) **জনাব মোঃ দানিয়ুল ইসলাম** (WIPO প্রতিনিধি); **জনাব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী**, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়; **জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন**, রেজিস্ট্রার ডিপিডিটি

WIPO-এর সাথে TISC বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করছেন **জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন** রেজিস্ট্রার, ডিপিডিটি ও WIPO প্রতিনিধি আরো উপস্থিত রয়েছেন (ডান হতে) **জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া** এনডিসি, সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়, **ফ্রান্সিস গ্যারী** ডিজি WIPO ও **জনাব আমির হোসেন আমু**, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

দক্ষিন কোরিয়ার সাথে IP বিষয়ক MOU স্বাক্ষর শেষে ডকুমেন্ট বিনিময় করছেন ডিপিডিটি-এর রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ সালোয়ার হোসেন

TISC-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কালে ডিপিডিটি-এর কর্মকর্তাগণের সাথে শিল্প সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি